www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ধন্যি মেয়ে

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ২২ ফাল্গুন – ২৮ ফাল্গুন, ১৪২১ ঃ ৭ মার্চ – ১৩ মার্চ, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.20, 7 March - 13 March, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

খোদ কলকাতাতেই এখন জাল নোটের আঁতুড়ঘর

কুনাল মালিক

সম্প্রতি এসটিএফের তৎপরতায় কলকাতার মানিকতলায় এক গোডাউনে হানা দিয়ে জাল নোট তৈরির এক কারখানার হদিস মিলল। ওখান থেকে ১০ কোটি টাকার জাল নোট সহ নোট ছাপার যাবতীয় সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। আগে ধারণা ছিল জাল নোট মূলত পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে আসত বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী কিংবা এজেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু খোদ কলকাতাতেই যে রমরমিয়ে জাল নোট ছাপা হচ্ছে এ ধারণা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ছিল না। কলকাতার ঘটনা সামনে আসতে এখন ঘুম ছুটেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। রাজ্যের আর কোথায় কোথায় জাল নোটের কারখানা চলছে, তার খবর জানতে এখন গোয়েন্দারা মরিয়া।

মূলত ভারতে পাকিস্তান ও দুবাই থেকে আসছে জাল নোট। কিভাবে আসছে এই নোট? সংবাদ মাধ্যম এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর মূলত পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স ও কাতার এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন ফ্লাইটে জাল নোট পাঠানো হচ্ছে নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায়। কাঠমান্ডু, ঢাকা ও কলম্বোর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সে সমস্ত কনসাইনমেন্ট পৌঁছাচ্ছে পাকিস্তানের ডিপ্লোম্যাটিক ট্যাগ লাগানো অবস্থায়। আর সে কারণেই সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকছে না। গোয়েন্দারা বলছেন কাঠমান্ডু থেকে জাল নোট বিহার ও উত্তর প্রদেশের সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আইএসআইয়ের স্থানীয় এজেন্টরা তা মজুত করছে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা লাগোয়া রাজশাহীর মনসুরপুরের এক গুদামে। এ কাজে তাদের সাহায্য করছে জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন। গোয়েন্দারা বলছেন রাজশাহীর এই গ্রাম থেকেই কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর সীমান্ত দিয়ে জাল নোট ঢুকছে এপারে। মাঝে মধ্যে মুর্শিদাবাদের লালগোলা দিয়েও পাচার হচ্ছে।

এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে গোটা ভারতে ১৮টি নেটওয়ার্কে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার কারবারে নেমেছে আইএসআই। তার মধ্যে শুধুমাত্র মালদহেই রয়েছে ৫-৬টি নেটওয়ার্ক। এছাড়া গোয়েন্দা সূত্রের খবর দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক জুড়ে ছড়িয়েছে জাল নোটের কারবার। এছাড়াও বিহার, ঝাড়খন্ড, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড়ে যতগুলি জাল নোটের চক্র ধরা পড়েছে তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে মালদহের সংযোগ ধরা পড়েছে। গরিব ঘরের কিশোর-যুবক, নির্মাণ শ্রমিকদের কাজ দেওয়ার জন্য ভিন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে জাল নোটের কারবারে ক্যারিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে এবং ভারতে জঙ্গি জেহাদি কাজে উৎসাহ দিতে এই জাল নোটের জাল বিছানো হয়েছে।

লাইট হাউস ফর দি ব্লাইন্ড স্কুলের আবাসিকদের নিয়ে ফুলের হোলি খেলে শারদীয়ার (একটি ফেসবুক পরিবার) সকল সদস্যরা।

২০০৫– সুব্রত মুখোপাধ্যায় মডেলকে সামনে রেখে

কলকাতা পুরভোটে শাসক দলের নাক কাটতে চায় টিম মুকুল

পার্থসারথি গুহ

কলকাতা পুরসভার ভোট এবং রাজ্যের শতাধিক পুরসভার নির্বাচনে হঠাৎ করেই যদি স্থানীয় পরিচিত কোনও তৃণমূল নেতাকে জোড়াপাতা চিহ্ন নিয়ে নির্দল প্রার্থী হতে দেখেন একেবারেই অবাক হবেন না। জানবেন এর নেপথ্যে রয়েছে টিম মুকুল রায়। ২০০৫-এর সুব্রত মুখোপাধ্যায় মডেলকে সামনে রেখে এবারের পুরভোটে শাসক দলের নাক কাটতে চায় সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল নম্বর-২য়ের দলবল।

কলকাতা পুরসভার আসন্ন নির্বাচনে শাসক তৃণমূলের সবথেকে বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে মুকুল রায় শিবির। এই তথ্য গত সপ্তাহেই তুলে ধরা হয়েছে। এবারের লেখায় সেটাই আরও বিশদে বলা হবে। মুকুল রায় অ্যান্ড হিজ কোম্পানি কিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে সমস্যায় ফেলতে পারে? খালি চোখে দেখলে টিম মুকুল রায়ের কোনও পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নজরে আসছে না। যার ফলে পুরভোটে বিপদে পড়তে পারে তৃণমূল। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রাখলেই ধরা পড়ছে শাসক শিবিরের সমস্যায় পড়ার দৃশ্য। যাকে অনেকটা ২০০৫-এর কলকাতা পুরসভা ভোটের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ২০০০-২০০৫ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কলকাতা পুরবোর্ড চালান তৎকালীন তৃণমূলী মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এমনকি তাঁকে কলকাতার সেরা মেয়রের শিরোপাও দেওয়া হতে থাকে।

২০০৫ পুর-নির্বাচনের কিছুদিন আগে থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তীব্র বিবাদে জড়িয়ে পড়েন সুব্রতবাবু। পরের ঘটনা তো ইতিহাস। এত ভালো কাজ

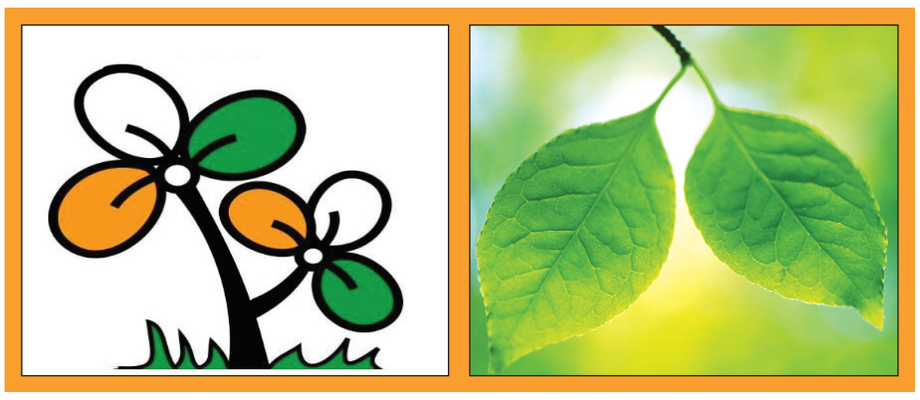

করা সত্ত্বেও সেবারের কলকাতা পুরভোটে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামেদের কাছে পরাজিত হয় তৃণমূল। মেয়র হন সিপিএমের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। অথচ সেবারের ভোটে তৃণমূলের হারকে ত্বরান্বিত করেন বিক্ষুব্ধ সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুগামীরা। সুব্রতবাবু নিজে তো বটেই তাঁর একান্ত আস্থাভাজন মালা রায়, দেবাশিস কুমাররা জোড়াপাতা চিহ্ন নিয়ে জয়ী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীদের হারিয়ে। সেইসময় চট করে কোনও দল না পেয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায়দের মঞ্চ শরদ পাওয়ারের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দলের পতাকাতলে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। যার প্রতীক চিহ্ন ছিল জোড়াপাতা। এই জোড়াপাতা আবার রাজ্যের ইতিহাসে বিক্ষুব্ধদের প্রতীক হিসেবে অধিক পরিচিত। অতীতে বাম জমানায় একাধিকবার কংগ্রেস বা তৃণমূলের হয়ে টিকিট না পেয়ে এই আপাত নিরীহ প্রতীকে দাঁড়িয়ে যেতেন অসন্তুষ্ট নেতারা। সেই ট্র্যাডিশনের ঝলক দেখা গিয়েছিল ২০০৫-এ কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে। সেবার সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইগোর লড়াইতে জড়িয়ে লেক মার্কেট এলাকার ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন রাসবিহারীর বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ৮৮ নম্বরে একদা ছায়াসঙ্গী মালা রায়কে হারাতে মমতা খাড়া করেছিলেন পোড়খাওয়া নেতা অনুপ চট্টোপাধ্যায়কে। বর্তমান পুরসভার ব্যস্ততম মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার তো তৃণমূল সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে প্রচারে রীতিমতো আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করেন সুব্রত শিবিরের হয়ে। অন্তত তাঁর দেওয়াল লিখনের প্রেক্ষিতে এই ছবিই ফুটে উঠেছিল। হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর বিক্ষুব্ধ ব্রিগেডকে দমাতে পারেনি তৃণমূল। সুব্রতবাবু নিজে, মালা রায়, দেবাশিস কুমাররা ভালো ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। শুধু তাই নয়। বেশ কিছু কেন্দ্রে তৃণমূল এবং সুব্রত শিবিরের ভোট কাটাকাটির সুযোগে জিতে যায় বামেরা। সেজন্য এখনও পুরসভার অলিন্দে আলোচনায় দলমত নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেন বিকাশ ভট্টাচার্যের মেয়র হওয়ার পশ্চাতে মূল কারিগর ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

ঠিক এই জায়গা থেকেই রাজনীতির বিশ্লেষকরা বলছেন এবারের পুরভোটে সেই সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিক্ষুব্ধ মডেলের অনুরূপ তুলে ধরতে সক্রিয় মুকুল রায় এবং তাঁর শিবির। ফলে সাদা চোখে এদের নজরে না এলেও ভোটের দিন কয়েক আগে থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এরা। এমনকি নির্বাচনের দিন কলকাতা পুরসভা এবং রাজ্যের অন্য পুরসভাতেও অন্তর্ঘাত ঘটানোর কৌশল নিতে পারে মুকুল বাহিনী। বলাবাহুল্য এই কাজে তাদের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে জোড়াপাতাধারী বিক্ষুব্ধরা।

বাজেটে ব্রাত্য চিটফান্ড

ওঁকার মিত্র

চিটফান্ডের বাঘ বাজেটে এসে বেমালুম ভ্যানিশ। হাজার হাজার মানুষের প্রতারণা নিয়ে কোনও অর্থমন্ত্রীই ভাবিত নয়। সবই আটকে রইল নিষ্ফলা আলোচনা আর রাজনৈতিক প্রচারে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে চিটফান্ডের ফোয়ারা। প্রতিদিন ধরা পড়ছে প্রতারকরা, সে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীও তার ধার পাশ দিয়ে গেলেন না। চিটফান্ড আটকাতে মুখ্যমন্ত্রীর নানা দাওয়াইয়ের ফানুস অর্থমন্ত্রীর কাছে এসে উবে গিয়েছে। এমনকি প্রচারের ঢাক বাজিয়ে গ্রামে গঞ্জে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রাজ্য সরকার যে অর্থলগ্নি সংস্থা খোলার কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন তা ভুলেই গিয়েছেন অমিত মিত্র।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণবাবুও চিটফান্ডের কীর্তিকলাপের ধারপাশ দিয়েও যাননি। তিনচারটি রাজ্যের এতগুলি মানুষ যে আর্থিক ভাবে প্রতারিত হল তা নিয়ে মোটেই তাঁর কোনও মাথাব্যাথা নেই বলেই বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রীমান জেটলি। অথচ কেন্দ্রীয় সংস্থা সেবির নজরদারি এড়িয়ে কি ভাবে এতদিন ধরে চিটফান্ডগুলি বেআইনি কারবার চালিয়ে গেল তা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন মানুষের। সিবিআই-ইডি তো সেবি কর্তাদেরও চিটফান্ড তদন্তের সন্দেহভাজনের তালিকায় রেখেছে। তবুও কোন দায় নেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। অথচ তাঁর দলের শীর্ষনেতা অমিত শা, সিদ্ধার্থনাথ সিং এ রাজ্যে এসে চিটফান্ডের প্রতারণার বিরুদ্ধে গলা-ফাটিয়ে যাচ্ছেন। গাল পেড়ে যাচ্ছেন রাজ্যের শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের। নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে অরুণ জেটলি বুঝিয়ে দিয়েছেন এসবই রাজনৈতিক প্রচার। আসলে এসব চিৎকার চেঁচামেচির কোনও দাম নেই। এরমধ্যে অবশ্য ডাকঘরে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালুর প্রস্তাব গ্রাম গঞ্জের মানুষের কাছে কিছুটা হলেও আশা জাগিয়েছে। এটা অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর জনধন যোজনার সুফলকে কাজে লাগাবার একটা কৌশল বলেই মনে করছেন অর্থনীতিকরা।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আচরণ পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের। যে রাজ্যে প্রায় প্রতিদিন একটা করে চিটফান্ডের আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাত শুরু করেছে, যে রাজ্যে মানুষের টাকা তুলে চিটফান্ডের প্রতারিতদের টাকা ফেরত

দিতে হচ্ছে, যে রাজ্যের চিটফান্ডের গভীরতা খুঁজতে বসানো কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে, যে রাজ্যে তিন তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থা শীর্ষ আদালতের নির্দেশে চিটফান্ডের তদন্ত করছে, যে রাজ্যের সাংসদ, মন্ত্রীরা জেলে আটকা পড়ছেন সেই রাজ্যের বাজেটে ব্রাত্য চিটফান্ড। এটা অমিতবাবু সজ্ঞানে না অজ্ঞানে করেছেন তা তিনিই বলতে পারবেন। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে রাজ্যবাসীর কাছে চিটফান্ডের সহমর্মী বলে প্রতিভাত হতে শুরু করেছেন। এসব তো সদিচ্ছার কথা, কিন্তু বাধ্যবাধকতাকে এড়ালেন কি করে? চিটফান্ডে আহতদের জন্য যে টাকা উঠল, তার কতটা দেওয়া হল, কতজন এখনও বঞ্চিত, কতটাকা পড়ে রইল, কত চেক ফেরত এল এসব হিসাব তো দিতে তিনি বাধ্য। এটাও লক্ষ্য করার মতো যে এসব নিয়ে বিরোধীরাও তেমন সোচ্চার নয়। আসলে চিটফান্ড নামক নিজেদের পাপ ঢাকতে সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতারাই ভাবের ঘরে চুরি করে বসে আছেন। চিটফান্ড নামক শব্দটি উচ্চারিত হলেই তারা ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকতে চান। কিন্তু

এ কালি যে সামান্য ঘোমটায় ঢাকা পড়ার মতো নয় ধীরে ধীরে তা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

গত দুটি টার্মের ইউপিএ-র শরিক হিসাবে কখনও শোভা পেয়েছে বামফ্রন্ট, কখনও তৃণমূল। রাজ্যে তো বামফ্রন্ট ও তৃণমূল দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায়। এমন একটা রাজনৈতিক সঙ্গমে গজিয়ে উঠল শয়ে শয়ে চিটফান্ড, কর্মীর অভাবে শুকিয়ে গেল ডাকঘর পরিষেবা। সুদ কমিয়ে ছিবড়ে করে দেওয়া হল স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলোকে। নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল সেবি। কেন? এর উত্তর দিতেই হবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের। পালাবেন কোথায়? অর্থনীতি বড় নির্মম। কড়ায় গন্ডায় হিসাব সেখানে মিলিয়ে দিতেই হবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। উত্তর নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে দেশবাসীও।

বসন্ত উৎসবে মেতে উঠল শান্তিনিকেতন

সৌমিতা চৌধুরী

ঋতুরাজ বসন্ত এবং শান্তিনিকেতন, বাঙালিদের কাছে অদ্ভুত এক মেলবন্ধনের সাক্ষী। দীর্ঘ যাত্রায় এতদিনে তারা একে অপরের পরিপূরক। প্রতি বছরের মতো এবছরও, কবিগুরুর সেই শান্তিনিকেতনেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বসন্ত উৎসব। রবি ঠাকুরের সাবেকী বাঙালিয়ানা অটুট রেখে তারুণ্যে ভরপুর বসন্ত উৎসব যেন সদ্য যৌবনা। গত ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার বিশ্বভারতীর আশ্রম মাঠে সেখানকার আবাসিক ও বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে লক্ষাধিক ভ্রমণার্থীও মেতে উঠেছিল এই উৎসবে। দর্শক স্বাচ্ছন্দ্য, শৃঙ্খলা-রক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এবছর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

সপ্তাহের প্রথমদিন থেকেই সাজসাজ রব ছিল শান্তিনিকেতন জুড়ে। এতদিনের দীর্ঘ অভ্যাসে সে যেন প্রস্তুত থাকে এই কটা দিনের জন্য। কবিগুরুর ভাবনায় এবং উদ্যোগে একদা উদ্ভুত এই উৎসব দোলপূর্ণিমার নিজস্ব আঙ্গিকে বসন্তকে আহ্বান জানাতে শুরু হয়েছিল, আর আজ তার নামযশ বিদেশ বিভূঁই ছুঁয়ে ফেলেছে। সপ্তাহের প্রথম থেকেই বোলপুর ক্রমশ আমেজ ধরছিল বসন্তের। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু মানুষ জমায়েত হতে শুরু করে এক রাবীন্দ্রিক প্রথার সাক্ষী হতে, এছাড়া বিদেশ থেকেও অসংখ্য ভ্রমণার্থী ভীড় জমায় আশেপাশের হোটেল এবং লজগুলিতে। তাদের মধ্যে অনেকেই এর আগেও বসন্তোৎসবে সামিল হয়েছেন, কেউ কেউ প্রতি বছরই চলে আসেন, এক অন্য টানে হয়তো, রঙিন হতে।

৪ মার্চ, বুধবার সন্ধ্যায় মূলত বিশ্বভারতীর কর্মী সংগঠনের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান এবং যন্ত্রানুসঙ্গে বসন্ত-বিহার, রাগদেশ প্রভৃতি রাগ সমাবেশে বসন্ত বন্দনা গৌরপ্রাঙ্গনের সামনে থেকে বসন্ত আহ্বায়ক গানে গলা মিলিয়ে বৈতালিকের মধ্যে দিয়ে হয় এই উৎসবের প্রারম্ভিক পর্ব। পরের দিন ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ বৈতালিক দিয়ে শুরু হয় মূল পর্ব, সেই বৈতালিকে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্রছাত্রী, কর্মীবৃন্দ ও আবাসিক এবং প্রচুর উৎসাহী ভ্রমণার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় ওরে গৃহবাসী গানে, বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী ও আবাসিকবৃন্দের বর্ণাঢ্য কাঠি নাচের ছন্দে। আশ্রম মাঠে তখন নব যৌবনে হলুদ শাড়ি আর পাঞ্জাবি সাবেকী বাঙালিয়ানার ঢল নামিয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষ রবীন্দ্র নৃত্য রাঙিয়ে দিয়ে যাও-এর পর শুরু হয় বসন্ত উৎসবের মূল আকর্ষণ বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক আবির খেলা। চেনা-অচেনা, আত্মীয়-সজন, কোন সুদূর

দেশের ভিনদেশী সবাই তখন একরঙা। আপন-পর, বর্ণ বিদ্বেষ ভুলে সবাই তখন বসন্তে স্নিগ্ধ, আবিরে আপ্লুত।

বাতাসে তখন আবিরে রঙ, কান পাতলে গুন গুন সুর স্পষ্ট আর একটা পলাশ-পলাশ গন্ধ। হ্যাঁ, এইভাবেই বসন্ত ধরা দেয় নিজস্বতায়। পলাশফুলের বসন্ত মহিমা শান্তিনিকেতনে অন্যরকম। বসন্ত উৎসবের প্রথমের দিকে বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা লাল পেড়ে হলুদ শাড়ির সঙ্গে খোঁপায় পলাশ ফুল বেঁধে সামিল হতো অনুষ্ঠানে। কিন্তু বর্তমানে তার ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরিবেশে পলাশ ফুলের সামঞ্জস্য বজার রাখার কথা ভেবে। কিন্তু বসন্ত উৎসবে পলাশফুলের চাহিদা বাঁচিয়ে রেখেছে মূলত বিদেশি পর্যটকরা। স্থানীয় মানুষেরা তাই পলাশের পসরা সাজিয়ে বসে এই কদিন। শুধু পলাশ ফুল নয়, পরবের দিনগুলি বিপণন নির্ভর, এইভাবেই হয়ত জীবিকা চলে তাদের।

বসন্ত উৎসবে প্রতিবছরই বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই চলতে থাকে প্রস্তুতি পর্ব। ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানাতে সারাদিন তাই মেতে থাকে তাদেরই কর্মকাণ্ডে। সকালের বৈতালিকের পর চলতে থাকে একের পর এক শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও। সন্ধ্যাবেলা সঙ্গীত ভবনের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা পরিবেশিত রবীন্দ্রনাথের বসন্ত নৃত্যনাট্য এক অন্য আস্বাদ দেয় দর্শকদের। পরিপূর্ণ অথচ অলিখিত প্রথায় পুনরায় বসন্তকে স্বাগত জানায় এই উৎসব, বারংবার ফিরে ফিরে আসার তরে। এইভাবেই এই একটা দিন দেশবিদেশ থেকে আশা ছাত্রছাত্রী, পর্যটক, স্থানীয় মানুষ সবাইকে রাঙিয়ে দেয় শান্তিনিকেতন। যার স্বাদ নিতে হাজির ছিলেন প্রখ্যাত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

কাকলি কি নারী পাচার চক্রের শিকার?

বিশেষ সংবাদদাতা, নোদাখালি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বাওয়ালি অঞ্চলের চকেৎবাটী গ্রামের উত্তম রায়ের কন্যা কাকলি রায় (২০) গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে নিঁখোজ। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কাকলির বাড়ির অভিভাবকরা নোদাখালি থানায় জি ডি করেন। কিন্তু পুলিশ কাকলি রায়ের এখনও হদিশ করতে পারছে না। বাড়ির লোকজন এবং পুলিশের সন্দেহ তাহলে কি কাকলি নারী পাচার চক্রের শিকার? কারণ কাকলি নিখোঁজ হবার পর গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কাকলি তার

দাদাকে ফোন করে জানায় সে ভালো আছে, বিয়ে করেছে একজনকে, বাড়ির লোকজন যেন থানায় জিডি না করে। পরের দিন কাকলি আবার দাদাকে মৃদু স্বরে ফোন করে জানায় সে খুব বিপদে আছে। তারপরই ফোন কেটে যায়। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি নোদাখালি থানায় বাড়ির লোকজন লিখিত ভাবে অভিযোগ জানায়। বেশ কিছু নম্বর থেকে বাড়িতে হুমকি দিয়ে ফোনও আসতে থাকে। ফোনে তাঁদের ধমক দিয়ে বলা হয়, তারা যেন কাকলির খোঁজ না করে। এলাকার বাসিন্দা নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির সদস্য বাসুদেব কাবড়ি এই বিষয়টি নিয়ে খুব তৎপর হন। তাঁকেও ফোনে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। পুলিশ ফোনের সূত্র ধরে সোনারপুর এলাকায় অভিযান করে। কিন্তু তেমন কোনও তথ্য মেলেনি। সূত্রের খবর কাকলি হয়তো ভিন রাজ্যে পাচার হয়ে যেতে পারে। পুলিশ সূত্রের খবর কাকলীর বাড়িতে আগে একটি ছেলে এসেছিল, এমনকি তাদের বাড়িতে থেকেও ছিল। ওই ছেলেটিই হয়তো অভিনয় করে কাকলিকে ফাঁসিয়েছে। বাসুদেব কাকড়ি বলেন, আমরা বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। নোদাখালি থানার আইসি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন।

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 20, 7 March - 13 March, 2015

বাজেটের পরেও বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত

নতুন উচ্চতার খোঁজে ভারতীয় শেয়ার বাজার

শুভাশিস গুহ

বাজেট শেষ। এবার নতুন কিছু উপাদানের সন্ধানে ভারতীয় শেয়ার বাজার। বাজেট ঘোষণার দিন শনিবার হওয়া সত্ত্বেও বণিক মহলের অনুরোধে ওইদিন বাজার পূর্ণাঙ্গরূপে খোলা ছিল। যাতে বাজেটের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যেতে পারে। সেই পরীক্ষায় বলা চলে শতকরা একশো শতাংশ সফল ভারতীয় অর্থ বাজার। যা লগ্নিকারী এবং তামাম বিনিয়োগকারীর জন্য অত্যন্ত শুভ লক্ষ্মণ। বাজেটের দিন অবশ্য প্রত্যাশামতো চড়াই-উতরাইয়ের খেলা দেখা গিয়েছে। প্রথমদিকে যেমন বাজার হুহু করে বাড়তে শুরু করে, তারপর আবার পড়েও যায় প্রায় ২০০ পয়েন্ট। সেখান থেকে আবার পুরনো অবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং শেষপর্যন্ত ৮৯০০-র ওপর নিফটির বন্ধ হওয়া নিঃসন্দেহে বুলদের উল্লাসিত করেছে। সেই এক ধারা অব্যাহত রেখে বাজেটর পরের প্রথম সপ্তাহেও বেশ ভালো মেজাজেই বেচাকেনা চলছে বাজারে। অন্তত প্রথম দু-তিনদিনের নিরিখে সে কথা বলাই যায়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এই ইতিবাচক আবহে আগামী দিনে আরও ওপরে যেতে পারে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স। নিফটির সেক্ষেত্রে ৯২০০-৯৩০০ হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি সেনসেক্স অতিক্রম করতে পারে ৩০ হাজারের গণ্ডি।

এই উত্থান আপাতত সীমারেখা বলে চিহ্নিত করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে এর পর সারা বিশ্ব বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজার নিম্নগামী রূপ ধারণ করতে পারে। সেখানে আবার নিচের কারেকশন বা সংশোধনীর জায়গাটা অনেকটা উর্দ্ধগামী হতে পারে। আগে যেমন দেখা যেত নিফটি বারবার ৭৮০০-৮০০০ এর কাছাকাছি জায়গা থেকে সাপোর্ট নিত। এটাই হয়তো বেড়ে ৮৫০০-৮৬০০ এর লেবেলে চলে যেতে পারে। ফলে নিফটি ৮৫০০ থেকে ৯৩০০-র মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। এবার বাজেট ঘোষণার সপ্তাহে প্রথম চারদিন বাজার যেভাবে অধোগতি লাভ করেছিল তাতে অনেকেই সন্দিহান হচ্ছিলেন যে বাজেট হয়তো বা বাজারমুখী হবে না। আমাদের আগের লেখায়

অর্থনীতি

একাধিকবার বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজনীতির গিমিকে ভর করে জনমুখী বাজেট করার রাস্তায় গেলে বাজার তা মেনে নেবে না। প্রাক বাজেট পর্বে বাজার ক্রমাগত পড়তে থাকায় সেই ধারণাই আরও প্রকট হয়ে উঠছিল। অথচ রেল বাজেটের পর সেই আশঙ্কা কার্যত স্টেপ আউট হয়ে মাঠের বাইরে চলে গেল। রেল বাজেটের দিন অবশ্য প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় মনে হয়েছিল বাজার বোধহয় এই রেলগাড়িতে পা পিছলে পড়তে চলেছে। এখানেই সকলকে ভুল প্রমাণিত করে বাজার ক্রমান্বয়ে বাড়তে শুরু করল। মানে অর্থ বাজেট পেশের আগেই তেড়েফুড়ে উঠল ভারতীয় বাজার। যা অব্যাহত রয়েছে এই লেখা মুদ্রিত হওয়ার সময় পর্যন্ত।

গত সপ্তাহে বাজেটের দিনে বাজার খোলা থাকায় ছদিনের সপ্তাহ উদযাপিত হয়। এবার আবার হোলি উৎসব থাকায় চলতি সপ্তাহের প্রথম চারদিন বাজার হবে। পরে শুক্র থেকে রবিবার টানা ছুটি চলবে। তারপর যে সপ্তাহটি আসবে হয়তো সেইসময় থেকে কারেকশন পর্ব শুরু হতে পারে। যদিও সবকিছু নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক বাজারের গতিবিধি এবং ভারতীয় আর্থিক প্রেক্ষাপটের ওপর। ভারতীয় বাজারের গতিবিধি এবং আগামী দিনের ইতিবাচক পদক্ষেপ অনেকাংশে নির্ভর করবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তের ওপর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনর গতবার সবাইকে চমকে দিয়ে আকস্মিকভাবেই সুদের হার কমিয়ে ছিলেন পয়েন্ট ২৫ শতাংশ অনুপাতে। এই বছরে মুদ্রাস্ফীতির দৈত্যকে বোতলবন্দি করতে পারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হয়তো আরও সাহসী হয়ে পয়েন্ট ৭৫ শতাংশ হারে সুদের হার কমাবে। এই লাগাতার সুদের হার হ্রাস পাওয়ায় যে সমস্ত মানুষ ব্যাঙ্কের সুদের ওপর নির্ভরশীল তাদের কাছে একটু খারাপ বার্তা আনলেও খুশি করবে বণিক মহলকে। বিশেষ করে দেশের শিল্পগোষ্ঠীগুলি অনেকদিন ধরেই তাদের আর্থিক মন্দার জন্য চড়া সুদের হারকে দায়ী করছিল। সেদিক থেকে এরা অনেকটাই স্বস্তি পাবে সুদের কমতে শুরু করলে। সেই প্রেক্ষিতে দেখলে ব্যাঙ্ক, হোম ফিনান্স এবং হাউজিংয়ের শেয়ার বাড়ার কথা। দামে বৃদ্ধি আসার কথা পরিকাঠামো এবং রিয়েলটি স্টকেও। এর ছোঁয়া মনে হয় ইতিমধ্যেই বাজার অনুভব করতে শুরু করেছে। ফলে বাজেটের অব্যাবহিত পর থেকে যে সপ্তাহ শুরু হয়েছে তাতে বাড়তে শুরু করেছে ব্যাঙ্কিং এবং হাউজিং শেয়ারগুলি। এই বৃদ্ধিতে অবশ্য বেসরকারি ব্যাঙ্কের প্রাধান্য বা নেতৃত্ব লক্ষিত হচ্ছে। অ্যাক্সিস,

আইসিআইসিআই, ইন্দাসিন্দ, ইয়েস ব্যাঙ্কের শেয়ার দারুণভাবে বাড়তে শুরু করেছে। তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার এখনও তাদের দুর্বলতা বা গেরো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ছাড়া দেশের অন্যান্য সরকারি ব্যাঙ্কের অবস্থা খুব করুণ। এদের মধ্যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা প্রভৃতি স্থান করে নিয়েছে। আসলে তৃতীয় ত্রৈমাসিকের ফল বেরনোর পর দেখা যাচ্ছে এইসব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সরকারি ব্যাঙ্ককে পিছনে ঠেলে অনেকটাই এগিয়েছে রয়েছে প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলি। এদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে একমাত্র স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বাকিরা সবাই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের আরেকটি বিশেষ দিক রয়েছে যা হল সেক্টর শিফটিং। এটা অবশ্য শুধু ভারতের মার্কেট বলে নয়। গোটা বিশ্বেই সেক্টর অনুযায়ী টাকার লেনদেন বা হেজিং হয়ে থাকে। গতবার যখন বাজার ব্যাপকভাবে পড়তে শুরু করে তখন প্রধান কোপ গিয়ে পড়ে ব্যাঙ্কের ওপর। অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমতে থাকায় সহজেই ব্যাঙ্কের ইনডেক্সে ঘাটতি দেখা দিতে থাকে। বাজারের এই পড়তির সময় হঠাৎ করেই মাথা তুলে দাঁড়ায় আইটি বা তথ্যপ্রযুক্তির শেয়ারগুলি। এদের সঙ্গে খানিকটা সঙ্গত করেছে ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষার শেয়ারগুলি। এই টার্নিং আউট হয়তো সম্পূর্ণ হল বাজেট পেশের পর। এখন পর্যন্ত ব্যাঙ্কের মাপকাঠি সেই চিত্রটাই তুলে ধরছে।

এবারে অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের থেকে অনেক এগিয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্ক। এই আর্থিক সেক্টরের গ্রাফ আগামী ৩-৪ বছরেও উঁচুতে থাকবে বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন ব্যাঙ্কে লগ্নি বাড়াতে। অবশ্যই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মতো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং এইচডিএফসি, অ্যাক্সিসের মতো বেসরকারি ব্যাঙ্কে লগ্নি করতে হবে এই সময়। তাহলেই আপনার পোর্টফোলিও গড়ে তোলা একটা সার্বিক আকার ধারণ করবে। হ্যাঁ। সঙ্গে আপনি বেশ ধনশালীও হয়ে উঠবেন সেটা তো বুঝতেই পারছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ মার্চ – ১৩ মার্চ, ২০১৫

মেষ : শরীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ। সঞ্চয়ে বাধা।

বৃষ : পতি-পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়।

মিথুন : গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ফল ভাল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বুদ্ধির জোরে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। এবং আপনার সুনাম যশ বজায় থাকবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট : মনের উচ্চ আশাগুলি একে একে পূরণ হবে। চাকুরীর স্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। বাধা মতই আসুক লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে । চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ।

সিংহ : অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। যাঁরা গান বাজনা নিয়ে আছেন তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ নয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন না। সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কন্যা : প্রেম-প্রীতির দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো, গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণের যোগ।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিল মিশ হবে। বেকারত্বের অবসান হবে। পিতার আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্নবান হউন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করবে সমর্থ হবেন।

বৃশ্চিক : মনের মধ্যে সবসময় একটা অশান্তি ভোগ করবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন। প্রত্যেকটি কাজ মন দিয়ে করার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। ধর্মের দিকে মন আকৃষ্ট হবে। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

ধনু : শরীর আপনার ভাল যাবে না। খাওয়া-দাওয়ায় খুব সাবধান থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হবেন। গৃহে অশান্তি না হলেও শান্তিও থাকবে না। খুব বুদ্ধি করে ধৈর্য্য ধরে চললে কিছুটা শান্তি বজায় থাকবে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না।

মকর : দায়িত্ব কর্তব্যের কাজে আপনি পিছুপা হবেন না। আপনার ধৈর্য শক্তিকে প্রশংসা করতেই হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কুম্ভ : বুদ্ধির ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় কান দেবেন না।

মীন : মাথা গরম না করে একটু ধৈর্য্য ধরে চলুন অবশ্যই উন্নতি হবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা আসবে। ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

কোস্ট গার্ডে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

বেশ কিছু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নেবেন ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। যান্ত্রিক পদে নিয়োগ হবে। শুধু অবিবাহিত ছেলেরা আবেদন করবেন। ট্রেনিং হবে ০২/২০১৫ ব্যাচে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সঙ্গে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর-সহ মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা। তফসিলি, জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় এবং কোস্টগার্ডে কর্মরত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সন্তানের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকলেই আবেদন করা হবে।

বয়স : ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১-৮-১৯৯৩ থেকে ৩১-৭-১৯৯৭-এর মধ্যে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ও বিসি-রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫৭ সেমি। পার্বত্য ও আদিবাসী এলাকার প্রার্থীরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে উচ্চতায় ছাড় পাবেন। বুকের ছাতি উচ্চতার সঙ্গে মানানসই হতে হবে এবং অন্তত ৫ সেমি ফোলানের ক্ষমতা থাকতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/২৪ এবং চশমাসহ ভালো চোখে ৬/৯ ও খারাপ চোখে ৬/১২।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে : ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি স্কোয়াট আপ ও ১০টি পুশ আপ।

সব মিলিয়ে ২-৩ দিন ধরে পরীক্ষা চলবে। প্রার্থী বাছাই হবে মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র : coast Guard Regional Headquarters (North-East), Synthesis Business Park, 6th Floor Shrachi Building, New Town, Rajarhat, Kolkata, WB-700 157

নির্বাচিতদের ট্রেনিং শুরু হবে আগস্ট মাসে আই এন এস চিলিকায়, পরে সি ট্রেনিং।

বেতন : শুরুতে ৫-২০০-২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে, ২,৪০০ টাকা। তাছাড়া বিভিন্ন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-

কাজের খবর

সুবিধা। প্রধান সহায়ক ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। তখন বেতনক্রম ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiancostguard.gov.in ১ থেকে ৯ মার্চ অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। নম্বরটি টুকে রাখবেন।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর সহ পূরণ করা দরখাস্তের তিনটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্ট আউটের নির্দিষ্ট জায়গায় পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো সাঁটাবেন, সই করবেন।

প্রিন্ট আউটের একটি কপির সঙ্গে নিম্নলিখিত নথিপত্র-সহ পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। এই কপিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা নেওয়া হবে। অন্য দুটি কপি নিজের সংগ্রহে রাখবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না।

পরীক্ষাকেন্দ্রে সঙ্গে রাখবেন এই সব নথিপত্র

- ❑ পূরণ করা অনলাইন দরখাস্তের দু'টি প্রিন্ট আউট।
- ❑ বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের নকল।
- ❑ ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের নকল।
- ❑ পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড বা কলেজ আইডেন্টিটি কার্ড বা অন্য কোনও সচিত্র পরিচয়পত্রের নকল।
- ❑ তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট, ও বি সিদের ক্ষেত্রে ও বি সি সার্টিফিকেটের নকল।
- ❑ ১০টি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো।

উপরোক্ত নথিপত্রগুলির মূল-কপিগুলিও সঙ্গে রাখবেন। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়াতে উদ্যোগ

পি আই বি : ২০১১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী, দেশের কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ২০০১ সালের ২৩ কোটি ৪১ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ২৬ কোটি ৩১ লক্ষ হয়েছে। দেশের কৃষি ক্ষেত্রের প্রসারের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আই সি এ আর) ধান, গম, ভুট্টা, মিলেট তৈলবীজ, ডালশস্য, ইক্ষু, তুলা, তন্তু ও উদ্যানপালনের ফসলগুলির উৎপাদন বাড়ানো ও গবেষণাকর্মে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এছাড়া, যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ করার মাধ্যমে উৎপাদনের খরচ কমানো, ফসল কাটার পরবর্তী পর্যায়ের লোকসান কমানো, কৃষি প্রযুক্তির বিকাশ ও ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়েও গবেষণামূলক কাজ করা হচ্ছে। আই সি এ আর কৃষিক্ষেত্রে উচ্চমানের গবেষণাকর্মের প্রসার ঘটাতে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১৬টি আনুষঙ্গিক গবেষণা মঞ্চের সূচনা করে। এছাড়া, জলবায়ু নিরপেক্ষ কৃষিকাজ বিষয়ক জাতীয় উদ্যোগ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম চলছে। সরকার কৃষি ক্ষেত্রে রোজগার ও কর্মসংস্থান বাড়াতে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নতমানের কৃষিকাজ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, গ্রামীণ পরিকাঠামো গঠন, সময় মতো ঋণ, প্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পৌঁছনোর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষকরা ফসলের যোগ্য মূল্য যাতে পায়, সেটি নিশ্চিত করতে সরকার ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য স্থির করে। গত ৩ মার্চ, ২০১৫ লোকসভায় কৃষি প্রতিমন্ত্রী শ্রী মোহনভাই কুন্ডরিয়া এই তথ্য জানান।

দক্ষতা বাড়াতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বেকার ছেলেমেয়েদের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের আধুনিক প্রযুক্তিতে পারদর্শী করে তুলতে বিভিন্ন শিল্পসংস্থার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি (Mou) করছে। এর মধ্যেই বার্জার পেইন্টস, সিইএসসি'র মতো সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করছে রাজ্য সরকার। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গেও সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। কথা চলছে টাটা স্টিলের সঙ্গেও। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা দফতরের সচিব হৃদেশ মোহন জানান, কারিগরি শিক্ষার দুটি ভাগ আছে। একটি হল পলিটেকনিক—যেখানে থিওরি বেশি ও হাতে কলমে কাজ কম হয়। অন্যটি হল আইটিআই—যেখানে হাতে কলমে কাজ বেশি হয়। আইটিআই থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পরেও উপযুক্ত দক্ষতার অভাবে বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় কাজ না পাওয়ার বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন নামী সংস্থাকে ডাকা হয়েছে। প্রতিটি সংস্থাকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের পারদর্শী কর্মী গড়ে তোলার জন্য সিলেবাস, পরিকাঠামো ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

দেশের বণিকসভা ও শিল্পসংস্থাগুলি এর মধ্যেই একটি ন্যাশনাল সেক্টর স্কিল কাউন্সিল তৈরির পরিকল্পনা করেছে।

রাজ্য সরকার এখন রাজ্যের স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলি থেকে দক্ষতাবৃদ্ধিরী ট্রেনিং দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যে ৬২টি সরকারি ও ৭১টি বেসরকারি আইটিআই আছে। ২০১৫ সালের মধ্যে রাজ্যে আরো ৯০টি আইটিআই তৈরির পরিকল্পনা আছে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা দফতরের। কারিগরি শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক এ প্রসঙ্গে জানান, বছরে ১ লাখের বেশি ছেলেমেয়েকে উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ কারিগর তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে এর মধ্যেই স্যামসঙ, রেমন্ড, বার্জার পেইন্টস, সিইএসসি ও আইএল অ্যান্ড এফএস'র সঙ্গে চুক্তি করেছে রাজ্য কারিগরি শিক্ষা দফতর। চুক্তি অনুযায়ী, রাজ্যের ৬টি স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্টোরে তাদের টেকনোলজিক্যাল ল্যাব খুলেছে স্যামসঙ। রেমন্ড ও বার্জার যথাক্রমে ১টি ও ৫টি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। রাজ্যের যে অংশে যে কাজের জন্য দক্ষ কাজের লোক মেলে সেইসব জায়গায় সংশ্লিষ্ট ট্রেনিং চালু করার পরিকল্পনা করছে রাজ্য কারিগরি শিক্ষ দফতর। যেমন হাওড়ার ডোমজুড়ে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্কে গহনা তৈরির বিভিন্ন সংস্থায় কাজের উপযোগী দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য হাওড়ার আইটিআইয়ে ওই বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। কফি ডে'র মতো বিপণীগুলিতে যাতে কাজ পায়, সেজন্য বিপণীগুলিতে যাতে কাজ পায়, সেজন্য ৭৭০ জন ট্রেনি নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে হাইবক্স, পিপলস্ট্রং ও লিঙ্কড ইনের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে, ভারতের প্রায় ৭২% শিল্প সংস্থাই ৩০ বছর বা, তার কম বয়সী কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়। ভারতে ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩ লাখ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমীক্ষা চালানোর পর সংস্থাগুলো এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। বণিকসভা 'কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি'র (CII) কর্মী দক্ষতা উন্ন ন' শীর্ষক এক সম্মেলনে 'ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্ট'-২০১৫'এ প্রকাশিত এক তথ্যে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০% ৩০ বছর বা, তার কম বয়সের হবে। কাজেই রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে এখন তরুণ কর্মী নিয়োগের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিঃসন্দেহে নজর কাড়া খবর।

স্কুল সার্ভিসের চতুর্থ পর্যায়ের কাউন্সেলিং শুরু

প্রাইমারি টিচার পদে কোন জেলায় কটি শূন্যপদ

রাজ্যের প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে প্রাইমারি টিচার পদে শূন্যপদ আছে প্রায় ৩০ হাজার। এর মধ্যে কলকাতায় শূন্যপদ আছে ১১৬২টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৭১৫, হাওড়ায় ১২৬৯, উত্তর ২৪ পরগনায় ২৯৬৭, হুগলিতে ১১৭৫, নদিয়ায় ৬৭৯, মুর্শিদাবাদে ২৬৬৪, পূর্ব মেদিনীপুরে ৩৪৮, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭৮৮, বাঁকুড়ায় ১৭২৭, পুরুলিয়ায় ১৪৭৩, বর্ধমানে ১৯৪৪, বীরভূমে ১৫৭৬, মালদায় ২৫০২, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০৬৯, উত্তর দিনাজপুরে ১৯৯১, কোচবিহার ১৩৭০, জলপাইগুড়িতে ২১৫২, দার্জিলিং (শিলিগুড়ি) ৫৩৬টি। গত বছর প্রাইমারিTET এর জন্য দরখাস্ত করেছিলেন ১৮ লাখ প্রার্থী। এর মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৯,৪৯৭টি।

পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে শূন্যপদ আছে প্রায় ১২,৮০৩টি। গত বছর দরখাস্ত করেছিলেন প্রায় ৫ লাখ ৩১ হাজার প্রার্থী। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে শূন্যপদ আছে প্রায় ১৩,০৯৪টি।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, এ বছরের শেষের দিকে ওই শূন্যপদ বেড়ে প্রায় ৮৫ হাজার হওয়ার সম্ভাবনা। NCTE'র নিয়মানুযায়ী প্রাইমারি টিচার ও পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের জন্যTET দিতে হলে প্রশিক্ষণ থাকা বাধ্যতামূলক।NCTE'র নিয়ম মেনে শুধু প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের 'TET' নিয়ে নিয়োগ করলে অর্ধেকের বেশি শূন্যপদ ফাঁকা থাকবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে অঞ্চল ও সংরক্ষণ শ্রেণির যে শর্ত থাকে সেগুলি শিথিল করা গেলে কিছু শূন্যপদ পূরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কোনও পরিবর্তন করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়াও বদলি সংক্রান্ত নিয়মও শিথিল করা হতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক 'TET' এর জন্য ত্রিপুরা, অসম, ওড়িশা ও উত্তরাখন্ডে প্রশিক্ষণহীনদের ছাড় দিয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই ছাড় দেওয়া হয়নি। তাই NCTE'র নিয়ম মেনেই পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদ প্রাইমারি টিচার পদের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

NCTE'র পূর্বাঞ্চলের ডিরেক্টর চন্দ্রপীদা নীলাপ জানান, 'TET' দেওয়ার জন্য কোনও রাজ্যকেই আলাদাভাবে ছাড় দেওয়া হয়নি। প্রশিক্ষণ ছাড়া TET দিতে পারেন। তবে চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। কারণ হিসাবে জানান, একবার 'TET' পাশ করলে তার মেয়াদ থাকবে ৩ বছর। কোনও নন-ট্রেন্ড প্রার্থী 'TET' দিয়ে সফল হওয়ার পর ৩ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকলে খুব সহজেই সেই প্রার্থী চাকরি পেতে পারেন। অন্যদিকে, স্কুল সার্ভিস কমিশন চতুর্থ দফার কাউন্সেলিংয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। এই পর্যায়ে কাউন্সেলিংয়ে ডাক পেয়েছেন ২৯৮ জন প্রার্থী। শূন্যপদ আছে ৩২২টি। কোন রিজিয়নের কবে কোথায় কাউন্সেলিং হবে ও স্কুলভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে। www.westbengalssc.com কমিশন সূত্রে জানানো হয়, ১২তম RLST'র সফল প্রার্থীদের চতুর্থ দফার তৃতীয় পর্যায়ের কাউন্সেলিং হচ্ছে ৪ মার্চ। তবে এই কাউন্সেলিং হবে অঞ্চলভিত্তিক। এই কাউন্সেলিংয়ের পরও শূন্যপদ থাকলে পরের পর্যায়ের কাউন্সেলিংয়ের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় জানান, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে ফোন করে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে 'TET'এর জন্য প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের ছাড় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। অন্য কয়েকটি রাজ্যকে ছাড় দেওয়া হলে আমাদের কেন ছাড় দেওয়া হবে না? এ বিষয়ে স্মৃতি ইরানি বিষয়টি 'দেখছি' বলে জানিয়েছেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতায় কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট

বাপন মণ্ডল, কলকাতা :

সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য আইএনটিইউসি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করল রক্তদানকে। ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অন্তর্গত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ওয়াটার ফ্রন্ট ওয়ার্কার্স–এর উদ্যোগে খিদিরপুরে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ছাড়াও হলদিয়া, কাকদ্বীপ, নামখানা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রায় ৬০ জন কর্মী রক্তদানের জন্য আসেন। পোর্টে কর্মরত শ্রমিকরা ছাড়াও সাধারণ মানুষের সাহায্যের জন্য এই দান করা রক্তের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ রক্ত সরকারি হাসপাতালে চলে যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আইএনটিইউসি–এর সভাপতি রমেন পাণ্ডে, পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র ভারতের সেক্রেটারি কামরুজ্জুমান কামার, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট–এর সেক্রেটারি শর্মিষ্ঠা প্রধান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। রমেন পান্ডে জানান, ''রক্তদান মহতি দান, আমরা জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রক্তদানের মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করি।'' অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা তথ্য আইএনটিইউসি–এর অ্যাডিশন্যাল জেনারেল সেক্রেটারি অরূপ শেখর চন্দ বলেন ''কর্মরত শ্রমিকদের যে কোন সময়ই রক্তের প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া, গরমকালে সাধারণত রক্তের সংকট হয় তাই আমাদের এই ছোট উদ্যোগটির দ্বারা যদি কিছুটা হলেও রক্তের চাহিদা পূরণ হয়, তাহলে ভাববো আমাদের উদ্যোগটি সফল হয়েছে।''

বাসন্তীতে স্বাস্থ্য শিবির

প্রভুদান হালদার

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী বাজার পার্শ্বস্থ বাসন্তী দেবী নার্সিং হোমে স্বাস্থ্য শিবির হল ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ। এই শিবির ঘিরে এই প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। ব্যাঙ্গালোরের নিমহান্স হাসপাতালের নিউরো বিভাগের ডাঃ প্রমোদ এম এস, ডাঃ সত্যনারায়ণ দে প্রমুখ বিখ্যাত গাইনো, গ্যাসট্রো, কার্ডিও জেনারেল–সহ ৫ বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তারগণ ছিলেন। এখান থেকে যারা ব্যাঙ্গালোরে যান তাঁরা সংবাদ পেয়ে সুদূর দার্জিলিং, মেদিনীপুর, বর্ধমান থেকেও রোগী এসেছিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্গালোরের পুরুষ মহিলা ডাক্তারসহ ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক কান্তিলাল দেবনাথ, প্রাথমিক শিক্ষকসমাজসেবী প্রভুদান হালদার। ২ দিনে প্রায় ১ হাজার রোগী এসেছেন জানিয়েছেন আয়োজক গোলাম রসুল লস্কর। তিনি বলেন, এই ক্যাম্পের ব্যবস্থাপক ট্রাস্ট বেঙ্গল হেলথ কেয়ার হেল্প লাইন স্বল্প খরচে ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসাসহ অপারেশনের ব্যবস্থা করবে।

এই ক্যাম্প থেকেও কয়েকজন রোগী চিহ্নিত হয়েছে।

একঝলকে উত্তর–পূর্বাঞ্চল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মানব সংগ্রহালয় (ভূপাল) এবং গুরুসদয় সংগ্রহশালার (কলকাতা) যৌথ উদ্যোগে ১ মার্চ, থেকে ৫ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত জোকায় গুরুসদয় সংগ্রহশালায় আয়োজিত হচ্ছে 'ঈশানী' উৎসব। উৎসব প্রাঙ্গন সকলের জন্য খোলা থাকছে প্রতিদিন ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। এই অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি যেমন, অরুণাচলপ্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিম–এর শিল্পীরা তাঁদের হস্তশিল্প সম্ভার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে। প্রদর্শিত শিল্প বস্তুগুলি উৎসাহী ক্রেতারা সংগ্রহ করতে পারছেন এই 'ঈশানী' উৎসব থেকে। এছাড়াও 'ঈশানী' উৎসবে থাকছে হস্তশিল্পের ছবির প্রদর্শনী, কর্মশালা ও আলোচনা। প্রতিদিন সন্ধে ৬ টা থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হচ্ছে উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পের নিজস্বতা রয়েছে – যা কুটির শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন, বাঁশ–বেত শিল্প, আসামের পোড়ামাটি ও ধাতুশিল্প, নাগাল্যান্ডের কাঠের কাজ, অরুণাচলপ্রদেশ ও সিকিমের মুখোশশিল্প, মণিপুরের পুতুল শিল্প প্রভৃতি সবকিছুই হাজির হয়েছে এই মেলায়। নানারকম সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হচ্ছে আসামের বিহু, নাগাল্যান্ডের যুদ্ধনৃত্য, মেঘালয়ের ওংলা, মিজোরামের ওংলা, মিজোরামের চেরাও, ত্রিপুরার হোজাগিরি এবং মণিপুরেরে রাসনৃত্য প্রভ'তি। এই উৎসবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা ভারতের উত্তর–পূর্বা'লের সাংস্ক'তিক নানান দিক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরছেন।

ভারতের উত্তর–পূর্বা'ল অর্থাৎ অরুণাচলপ্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিম–এর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য জনজাতি মানুষের সাংস্কৃতিক পরম্পরাই বৃহত্তর ভারতের অন্যতম ঐতিহ্য। উত্তর–পূর্বাঞ্চলের মানুষের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক রূপরেখা আংশিকভাবে এবং অল্প পরিমাণে প্রচারিত হয়েছে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে চলেছেন – যা প্রকৃত অর্থে গর্বের। সেই গর্বের কথা, সেই ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরতে কলকাতার গুরুসদয় সংগ্রহশালা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'ঈশানী' উৎসব। উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের হস্তশিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মিলিত সম্মেলন রয়েছে এই ঈশাণী উৎসবে – যা এই অঞ্চলে প্রথম উদ্যোগ। এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে ১ মার্চ, ২০১৫ বিকেল ৪ টায়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের পূর্বাঞ্চল শাখার অধিকর্তা জে পি সাহু। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার অধিকর্তা ড. পি কে মিশ্র, ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মানব সংগ্রহালয়–এর অধিকর্তা অধ্যাপক সরিৎকুমার চৌধুরী, গুরুসদয় সংগ্রশালার সহসভাপতি অধ্যাপক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় উত্তর–পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। ভারতের এই অতি প্রাচীন প্রবাদ যেন ফের পরিস্ফুট হচ্ছিল এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধনে মেতে উঠেছিলেন দেশের নানা প্রান্তের শিল্পীরা। সংস্থার পক্ষ থেকে আশা পোষণ করা হয়েছে আগামীতেও দেশের সংস্কৃতির এই বার্তা তারা তুলে ধরবেন নানা আঙ্গিকে। এই প্রদর্শনী যারা প্রত্যক্ষ করেন তারাও ছিলেন রীতিমতো পুলকিত।

১৮০০ লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত, সাফল্য সোনারপুর আবগারি দফতরের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

শুধু পুলিশ প্রশাসনকেই আমরা বড় করে দেখি। কিন্তু আবগারি দফতরের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচানোর দায়বদ্ধতা রয়েছে।

দোলের ঠিক আগে সাতশো নয়, বারোশো নয় একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়লো আঠেরোশো লিটার চোলাই মদ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় যে কটি হাতে গোনা চোলাইয়ের বড় ঘাঁটি আছে তার মধ্যে অন্যতম গড়িয়া জল পোল ও ঢালুয়া। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলার অতিরিক্ত আবগারি সুপার ও বারুইপুর মহকুমা আবগারি দফতরের ডেপুটি কমিশনারের (আবগারি) নেতৃত্বে সোনারপুর আবগারি সার্কেল আধিকারিক জয়ন্ত বোসের সহযোগিতায় এই বিপুল চোলাই মদ ও চোলাইয়ের সামগ্রী ধরতে সক্ষম হল। সেদিন সকাল দশটায় সোনারপুর থানাকে না জানিয়ে গোপনে নিজেদের ফোর্স নিয়ে জয়ন্ত বাবু সাঁড়াশি অভিযান করে ঘিরে ফেলে গড়িয়ার জলপোল, পাশি পঁচা ডোবা থেকে পঁচিশটি বড় জার পাওয়া যায়। এরপর একই রকম ভাবে উদ্ধার করে ঢালুয়ায় কুড়িটি জার। জয়ন্তবাবুর মতো এলাকার বেশ কয়েক হাজার পরিবার এ যাত্রায় বিষ মদের হাত থেকে বেঁচে গেলো। এখন শুধু মাত্র চোলাই মালিককে ধরার অপেক্ষায় আছে সোনারপুরের আবগারি সার্কেল। এই খবর পাওয়া মাত্র জেলার আবগারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ভূয়সী প্রশংসা করেন। জয়ন্তবাবু বলেন আমার চাকরি জীবনে একটা বড় সাফল্য পেলাম। আবগারি সূত্রের খবর আমাদের পুলিশের মতো ঢাল নেই, তরোয়াল নেই। সুতরাং আমরা হলাম নিধিরাম সর্দার। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রত্যন্ত গ্রামে ঢুকে কাজ করতে হয়। এক আধিকারিক বলেন ঠিক এই ভাবে কাজ করতে হয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের বীনপুর সার্কেলে সশস্ত্র মাওবাদি এলাকায়। সেখানেও ধামসা, মাদল, টাঙ্গি বর্শা নিয়ে নাচের তালে চালে চলছে বিষ যুক্ত মহুয়া ফুলের মদ ও হাড়িয়া পান। এই বিষ মদ কান্ডে মগরাহাট সংগ্রামপুর একশো পঁচানব্বুই জন মারা গেল সেটা কারোর অজানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে কটি দফতর আছে তার মধ্যে বিশেষ করে আবগারি দফতর রাজস্ব আদায়ের দ্বিতীয় স্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হোল সার্কেলের বড় বাবুদের নিজস্ব সুস্থ ভাবে বসার জায়গা নেই, বাথরুম নেই, অফিস স্টাফদের মাল ভর্তি ঘরে বসে কাজ করতে হয়। অফিসের মধ্যে রয়েছে চোলাই ভর্তি বস্তা, মান্ধাতার আমলের নড়বড়ে মরচে ধরা চেয়ার টেবিল। দেওয়াল থেকে প্লাস্টার খসে পড়ে রড বেড়িয়ে পড়েছে, বর্ষাকালে ঘরে জল ঢুকে যায়। এছাড়া রাস্তার পাশে ড্রেনে প্রস্রাব করতে হয়। এই অবস্থায় বহু বার জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দেখিয়েছি, শুধু তাই নয় তারা নিজেরা এসে দেখেও গিয়েছেন। এই ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো ভ্রূক্ষেপ করে নি। অথচ পুলিশের বড়বাবুদের নিজস্ব ঝাঁ চকচকে চেম্বার আছে। দেওয়ালে ঝুলছে স্যামসাং স্প্লিট এসি, থানার বাথরুমগুলো টাইলসে মোড়া। এমনকি সুন্দরবনের কোস্টাল থানাগুলোতে রয়েছে ঝাঁ চকচকে বাথরুম। বড়বাবুদের বসার জন্য তৈরি হয়েছে সুসজ্জিত ঘর। রয়েছে বড়বাবুদের জন্য গাড়ি। পুলিশ কর্মীদের জন্য ভালো কোয়ার্টার। আফগারি দফতরের সার্কেল আধিকারিদের জন্য কোনো গাড়ি নেই, ফোর্সের অভাব, কর্মীদের গাড়ি নেই সুতরাং এই ভাবে কাজ চালাতে গেলে দিনকে দিন মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে হচ্ছে। এছাড়া আধিকারিক অভিযোগ করেন থানায় ফোর্স চাইতে গেলে থানার ভিতরকার লোকজন ফোন করতে দিচ্ছে চোলাই কারবারীদের। শুধু তাই নয় থানা থেকে পুলিশ বেরোতে এতটা সময় নিচ্ছে যে পালাবার সময় পায় চোলাই কারবারিরা। তখন গন্তব্য স্থলে রেড করতে গিয়ে তাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং থানা অসহযোগিতা করছে বলে এখন আমরা থানা থেকে ফোর্স নিইনা। এতো সমস্যার মধ্যে আমরা দিনের পর দিন কাজ করে চলেছি।

বার্ষিক শিশু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাঙ্গনে সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প এক পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ প্রয়াসে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক শিশু উৎসব। সকালে হস্তশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। শিশুদের যেমন খুশি আঁকো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিডিও অমর বিশ্বাস। তারপর সাংস্কৃতিক মঞ্চে ২৩৮ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দেয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বুচান ব্যানার্জী, গোরাচাঁদ সাঁতরা প্রমুখ। বিগত বছরের অবসর প্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সামগ্রিক ভাবে বার্ষিক শিশু উৎসব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক মৌসুমী প্রামাণিকের উদ্যোগে প্রশংসনীয়।

হোলি হ্যায়...

ক্যানিংয়ে কচিকাঁচারা রঙ খেলায় মাতোয়ারা

চন্দননগরে বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বসন্ত উৎসবে নানারঙ্গে মাতোয়ারা বাঙালিরা, এমনই এক ঐতিহ্যপূর্ণ ফরাসি শহর চন্দননগরে শান্তিনিকেতন কায়দায় গানে গানে নৃত্যের ছন্দে রাঙিয়ে তুলল চন্দননগরের বিখ্যাত স্ট্যান্ডের গঙ্গার ধারে ভাষাশহিদ প্রাঙ্গনে। এবারে দশমবর্ষে পা রাখল। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা অজিত মুখোপাধ্যায়। এই ফরাসি শহরের সঙ্গে রবিঠাকুরের গাঁটছড়া বাঁধা ছিল বহুদিন ধরে। তারই ছোঁয়ায় বসন্ত সংস্কৃতির চর্চা।

মহানগরে

'পিস হেভেনে'র মতো তপসিয়ায় পুর নিগমের 'পিস ওয়ার্ল্ড'

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা মহানগরীর ক্ষেত্রমান বর্তমানে ২০২.০৪ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশ কয়েক একর বেশি। আর লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষের অধিক। অথচ প্রায় আধ কোটি জনসংখ্যার জন্য মাত্র একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শবদেহ সংরক্ষণাগার : রাজ্যের একমাত্র 'পিস হেভেন'। আবার বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত এই সংরক্ষণাগারে মাত্র তিনটি শব সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার শবদেহ পিছু দৈনিক সংরক্ষণ ব্যয় অনেকটা, ১৮০০ টাকা। এতকিছু ভাবনাচিন্তা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় একটি সরকারি শব সংরক্ষণাগারের কথা ভাবেন মাস সাতেক আগে। আর তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে কলকাতা পুরনিগম। গত ২ মার্চ শহরে প্রথম সরকারি তত্ত্বাবধানে পূর্ব কলকাতার তপসিয়া হিন্দু কবরস্থানের সীমানার মধ্যে নবনির্মিত 'পিস ওয়ার্ল্ডে'র উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই পুরনিগম এই 'পিস ওয়ার্ল্ড' তৈরি করেছে।

এখন কলকাতায় যে 'পিস হেভেন' রয়েছে সেখানে তিনটির বেশি শবদেহ সংরক্ষণের সুযোগ নেই। আর কলকাতা পুরনিগম পরিচালিত এই শান্তির নীড়ে ২৪টি শব সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে। ব্যয়ও অনেক কম। শবদেহপিছু দৈনিক সংরক্ষণ ব্যয় মাত্র এক হাজার টাকা। আর 'পিস ওয়ার্ল্ড' লাগোয়া থাকছে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যসদস্যারা বসতে পারবেন।

তবে পুরনিগমের এই শব সংরক্ষণাগারে ২৪টির মধ্যে আপাতত আটটি শবদেহ রাখার ব্যবস্থা দিয়ে সূচনা হল। পুরসূত্রে খবর, বাকি ১৬টি কিছুদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী এই সংরক্ষণ কেন্দ্রের নাম দিয়েছেন 'পিস ওয়ার্ল্ড'।

পুর ওয়েবসাইট নব সাজে

নিজস্ব প্রতিনিধি: : কলকাতা পুর নিগমের ওয়েবসাইটি খেলার বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে পুর সূত্রে খবর। পূর্বে ওয়েবসাইট খেলার নির্দিষ্ট জায়গায় 'কেএমসি.গভইন' লিখে ক্লিক করলে সরাসরি পুর নিগমের পেজ খুলে যেত। এবার থেকে তা হবে না। বর্তমানে 'কেএমসি.গভ.ইন' লিখে সেটিকে ক্লিক করলে প্রথমে বাংলায় লেখা নীল রঙের একটি 'ক' আসবে তারপর এই 'ক' থেকে পুর নিগমের পেজ খেলা যাবে। পুর সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন যাবৎ পুর নিগমের ওয়েবসাইটটি খেলার বিষয়টি একইরকম ছিল বর্তমানে ওয়েবসাইটটি খোলায় আধুনিকীকরণ আনা হয়েছে। মাউসের এক ক্লিকে ভূভারত তো বটেই গোটা দুনিয়াটা হাতের মুঠোয় চলে আসে।

নয়া বিল্ডিং প্ল্যানের আকারে নেই অনলাইনের বিল্ডিং নকশা

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা :

নগর পরিকল্পকদের বক্তব্য, কলকাতা শহর সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে দেশের বড় নির্মাণ সংস্থাগুলি। সেজন্যই চলতি ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষে পুরসভায় নয়া বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য আবেদন জমা পড়েছে দেড় হাজারের মতো। যেখানে গত অর্থবর্ষে প্রায় ৩৫০০ নয়া বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য জমা পড়ে। ফলে এই করুণ অবস্থায় ঢাক ঢোল পিটিয়ে 'অন লাইনে বিল্ডিং প্ল্যান জমা' নেওয়া প্রকল্পের ঘোষণা কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় আপাতত প্রকল্পটি স্থগিত রাখা হল। পুর সূত্রে খবর, গত বছরেই এই প্রকল্প চালু হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয় আবেদনের ফর্ম, ফর্মের জন্য বিল্ডিং প্ল্যান জমা দেওয়ার পদ্ধতি সব প্রাথমিক প্রস্তুতিও সারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতার জেরেই তা চালু করা যায়নি। ঘোষণার পর এক বছর কেটে গেলেও এই প্রকল্প এখনও স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই প্রকল্প চালু হলে পুরবাসীদের আর কেন্দ্রীয় পুরভবনে এসে বিল্ডিং প্ল্যান ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা করার জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করতে হত না। সেক্ষেত্রে পাড়ার কোনও এক সাইবারে গিয়ে অনলাইনেই যাবতীয় কাগজপত্র দাখিল করে

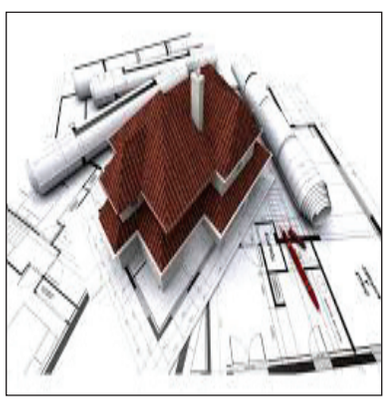

টাকা মিটিয়ে দিলে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পুরবাসীরা পেয়ে যেতেন অনলাইনে। পুর সূত্রে খবর, প্রকল্পটি চালু করা নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। নিয়মমতো বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পেতে গেলে, প্ল্যানের সঙ্গে অন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হয়। কিন্তু এখানে সমস্যা এত পরিমাণ কাগজ অনলাইনে জমা নেওয়া সম্ভব নয় বলে আপত্তি তুলেছে পুরপ্রশাসনের একাংশ। পরে অবশ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় অন্য কাগজপত্র পুরভবনেই জমা দিতে হবে। কেবল বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য আবেদন পত্র, ফর্ম পূরণ ও অনুমোদনের টাকা জমা দেওয়ার মতো পদক্ষেপগুলি অনলাইনে করা হবে। তা সত্ত্বেও প্রকল্পটি চালু করা কেন হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুর আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, শহরে নয়া বিল্ডিং–এর সংখ্যাই তো ক্রমান্বয়ে কমতে চলেছে। তাই এই প্রকল্প চালু স্থগিত রয়েছে। শহরের প্রবীণ নাগরিকদের ধারণা কলকাতা শহরে জমির বড়োই অভাব এবং এর সঙ্গে নয়া প্রজন্মের অধিকাংশই বিবিধ সূত্রে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ায় ক্রেতার অভাব। তাই শহরে নির্মাণ শিল্পে বড়ই মন্দা দেখা দিচ্ছে আর দেশের বড়ো নির্মাণ সংস্থাগুলি শহরে বড় জমির অভাবে কলকাতায় আসছে না আবার ক্রেতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

ভবানীপুরে নয়া কমিউনিটি সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরনিগম সাড়ে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে ১৪টি 'কমিউনিটি হল' তৈরি করেছে। এতে ১৪৩তম সংযোজন হল 'জয় হিন্দ কমিউনিটি হল'। গত ৪ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোড ও কালীঘাট রোডের সংযোগস্থলে এই হলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, ভবানীপুর অঞ্চল মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র। যেখানে গত লোকসভা ভোটে ভালো মতো দাগ কেটেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এলাকার গরিষ্ঠ হিন্দিভাষীদের আস্থা ফিরে পেতে এই ধরণের অনুষ্ঠানকেও গুরুত্ব দিচ্ছে শাসক দল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ৭ মার্চ – ১৩ মার্চ, ২০১৫

মানবিক পুরসভার প্রতিশ্রুতি কাম্য

পুরভোটের উত্তাপ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, সংবাদে, ফেস্টুনে, উদ্বোধন–শিলান্যাসে কলকাতার মুখ ঢেকে যাচ্ছে। অকাল দুর্গাপুজোর আবহাওয়া তৈরি হয়ে যাবে কিছুদিন বাদেই। নানা পাওয়া না পাওয়ার হিসাব নিকেশ গতানুগতিক নিয়ম মেনেই রাজনীতিক ভোটার আর পত্রকারদের চর্চার বিষয় হবে।

কলকাতা মহানগরীর মহানাগরিক নির্বাচন সারা দেশেই একটা অধিবেশনের কেন্দ্র হয়ে থাকে। বহুবিখ্যাত মানুষ কলকাতার মেয়র হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। যোগ্য–অযোগ্য রাজনীতিকদের বিষয় হলেও নগরীর এগিয়ে যাওয়া পুরপরিষেবার সহজলভ্যতা পুরবাসীরাই একমাত্র উপলব্ধি করে থাকেন। জলজমা, রোগভোগ আর পানীয় জলের সমস্যা এই নিয়েই পুরসভার বারোমাস্যা। কিন্তু কলকাতা মিছিল নগরী, আনন্দ নগরী ইত্যাদি নানা আখ্যায় ভূষিত বিভিন্ন সময়ে। কলকাতা মহানগরীতে দেশী বিদেশী নানা পর্যটক ভ্রমণ করেন রাস্তার ধারে পথে মৃতপ্রায় মানুষ জন পড়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে সমাজ বিরোধীরা নানা সুযোগ নিয়ে থাকে এই সব অসহায় পরিবারগুলির ওপর। মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে প্রভৃতি মানুষজন শহর কলকাতার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। পরিবর্তনের সরকার নিবেদিতা আশ্রয় কেন্দ্র করলেও বাস্তবে ভবঘুরেদের নাইট শেলটার চোখে পড়ে না।

অথচ এই মহানগরীতে কোটি কোটি টাকার উৎসব হয় প্রতিবছর। নানা পুরস্কারের বন্যায় ভেসে যায় শরতের কলকাতা। শহরের বহু ক্লাব যদি সামান্য বাজেট বাঁচিয়ে কলকাতাকে ভবঘুরে মুক্ত করার প্রচেষ্টা করে তাহলে কলকাতায় আরও মুমুর্ষু মানুষকে পড়ে থাকতে হত না। মাদার টেরিজার শহরে আজও বহু মানসিক ভারসাম্যহীন অসুস্থ অসহায় মানুষ এখানে ওখানে পড়ে থাকে। মন্ত্রী আমলা আর জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে এমন 'তুচ্ছ' কাজে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। ক্লাবগুলিও অধিকাংশ নির্বিকার থাকে এমন সামাজিক কাজে। পুরভোটের দামামা বেজে উঠেছে। দলগুলির তরফে এমন প্রতিশ্রুতি কী আশা করা অন্যায়? পুরসভার নানা উদ্যোগের মধ্যে অন্তত কলকাতাকে একটু নিরাশ্রয় অসহায় মানুষদের সমাজের সঙ্গে বাঁচার অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম হোক এটাই কাম্য। নিরন্ন অসহায় পথশিশুদের পাশে দাঁড়াক পুরসভা এটাই হবে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার নজির। ওয়াই–ফাই হোক কলকাতা। পাশাপাশি মানবিক কলকাতাকেও দেখতে চায় কলকাতার মানুষ।

অমৃত কথা

৪৮৪ যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ এসব বোধ থাকে তবে জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত ঝরছে–অথচ বলছে কই হাত তো কাটেনি, আমার কি হয়েছে।

৪৮৫ জ্ঞান, জ্ঞান বললেই কি জ্ঞান হয়? জ্ঞান হওয়ার লক্ষণ আছে। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ। প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালোবাসা। শুধু জ্ঞান বিচার করছি কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নেই, ভোলোবাসা নেই সে মিছে। আর একটি লক্ষণ কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; যেই তার নিদ্রা ভাঙে, অমনি ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা আরম্ভ হয়। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভেতরে ব্যাকুলতা নেই সেটা জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

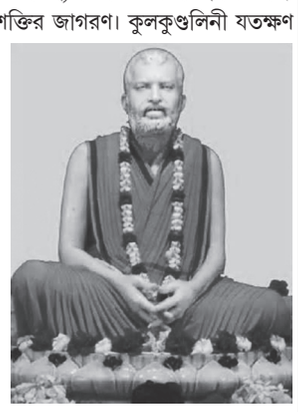

৪৮৬ জড়ভরত রাজা রহুগণের পাল্কী বইতে বইতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগলো, রাজা রহুগণ তখন পাল্কী থেকে নিচে নেমে এসে বললেন, 'তুমি কে গো?' জড়ভরত বললেন, 'আমি নেতি নেতি শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস আমি শুদ্ধ আত্মা।'

৪৮৭ জ্ঞানী নেতি নেতি বিচার করে ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়, বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়ে সমাধি হয়, তখন তার ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

৪৮৮ সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়, প্রণব সমাধিতে লয় হয়, যেমন ঘণ্টার শব্দ টং–ট–অম্। যোগী নাদ ভেদ করে পরমব্রহ্মে লয় হয়। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়, এইভাবে জ্ঞানীদের কর্ম ত্যাগ হয়।

৪৮৯ নির্বিকার ব্রহ্মের কোনও বিকার নেই, কিন্তু লীলা পরিবর্তনশীল।

৪৯০ কোনও একটি ভাব অবলম্বন করে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম ভক্তিযোগ। কলিতে ভক্তি যোগই শ্রেয়।

৪৯১ ভক্তিযোগ অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। হঠযোগ, কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

ফেসবুক বার্তা

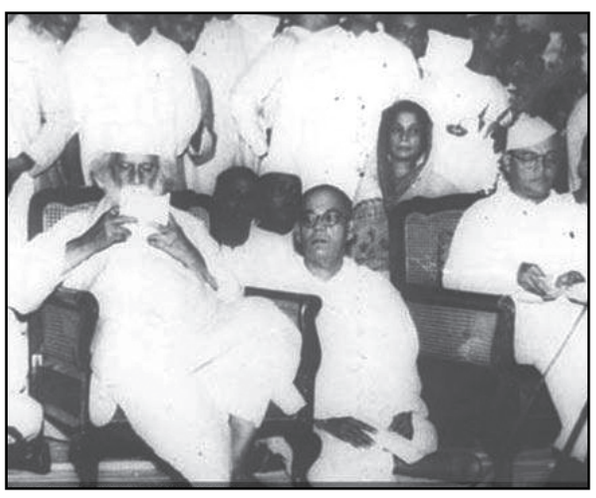

মহাজাতি সদনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গের ত্রিপিটক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং রাজনীতির ত্রহ্যস্পর্শে আলোড়িত বাংলা।

'রাম' মদে উন্মত্ত ভৈরব

পর্ব ১৪

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট সাংবাদিক এম জে আকবর Riots after Riot : Reports on cast and communal violence in India গ্রন্থে লিখেছেন ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংঘাত–সংঘর্ষের অক্ষমতা হল ধর্ম জাতপাত। পঞ্চাশের দশক থেকে ধর্মের নামে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলশক্তি নিম্নবর্গ প্রান্তিক মানুষের আত্মিক ভালোবাসাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। রমা কৈবর্ত, হাসান শেখের এক সঙ্গে বসবাস করার স্বপ্নকে ভেঙে অবিশ্বাসের আতঙ্ক তৈরি করেছে। দাঙ্গায় মরেছে তারা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশে একের পর এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর স্বাধীন ভারতবাসী হিসাবে নিজেকে ভাবতে অপরাধী বোধ হয়।

১৯৭৭ সালে কংগ্রেস শাসনের অবসানের পর জনতা দলের শাসনে দাঙ্গার রাজনীতি আমাদের পিছু ছাড়েনি। ১৯৭৯–এর মার্চ মাসে প্রাক স্বাধীনতা যুগে প্রথম দেশীয় শিল্প নগরীতে দাঙ্গা বাধে। ১৯৬৪–এর মার্চ মাসে শিল্প নগরী জামশেদপুরে দাঙ্গা লেগেছিল। কারণটা অবশ্য ছিল অর্থনৈতিক। টাটা গোষ্ঠীর পরিচালিত টিস্কো–টাটা মোটর টেলকো সংস্থায় চাকরি। মুসলিমরা যাতে চাকরি না পায় তার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং ভারতীয় জনসংঘ এই দাঙ্গায় ইন্ধন দিয়েছিল। জামাত–ই–ইসলামি নামক সাম্প্রদায়িক সংগঠন এই দাঙ্গায় সরাসরি ভাবে অভিযুক্ত হয়। এই দাঙ্গায় ২০০০ লোক মারা গিয়েছিল। ১৯৭৯–র দাঙ্গার কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল না। মুসলিম অধ্যুষিত সাবির নগরের মধ্যে দিয়ে রামনবমী মিছিল যাওয়া নিয়ে এই দাঙ্গা শুরু হয়। জনসংঘের নেতা দীননাথ পাণ্ডের মদতে ডিমলাবস্তির আদিবাসীরা 'রামনবমী কেন্দ্রীয় অক্ষরা সমিতির' নেতৃত্বে মিছিল সাবির নগরের মধ্যে ঢুকলে জামাত–ই –ইসলামি ইট বৃষ্টি শুরু করে। এই দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানের জন্য জিতেন্দ্র নারায়ণ কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করে যে এই দাঙ্গার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রধান বালসাহেব দেওরসের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছিল। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১১৪ জন মারা যায়। বিশিষ্ট আইনজীবী রাম জেঠমালানি এবং জনসংঘর নেতা সিকন্দর ভকত Jamshedpur Riot : The truth unmasked গ্রন্থে কমিশনের রিপোর্টকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে জামাত–ই –ইসলামি এই দাঙ্গার জন্য দায়ী। দীননাথ পাণ্ডে ছিলেন জনসংঘের জামসেদপুর থেকে নির্বাচিত বিধায়ক।

৮০–এর দশকে জনসংঘ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি দল গঠন হওয়ার পর রাজনৈতিক ইস্তেহারে এক আইন এক বিচার, ৩৭০ ধারার বাতিলের দাবি, দেশীয় অর্থনৈতিক বিকাশের দাবিকে সামনে রাখলেও হিন্দু ধর্মের তাস খেলা শুরুতেই আরম্ভ করে। ১৯৮০ তে উত্তরপ্রদেশে

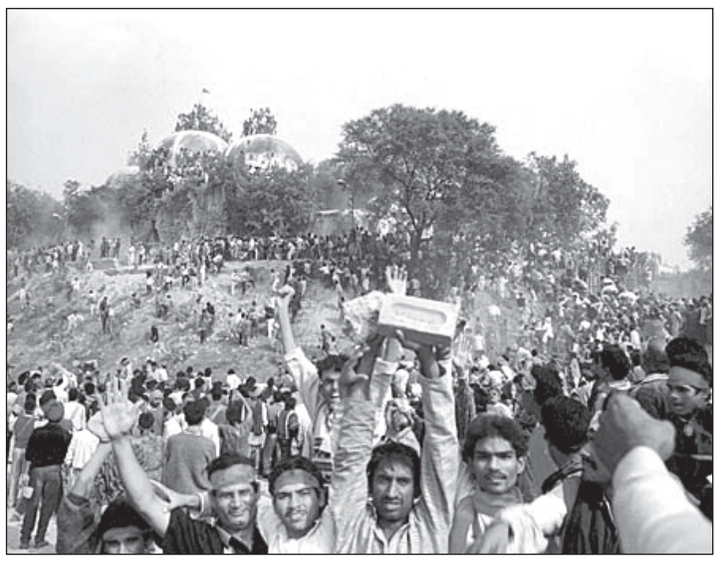

মোরাদাবাদে, ৮১–তে বিহারের বিহার শরিফ মিরাট, আমেদাবাদে ৮৩–৮৪তে, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ মহারাষ্ট্রের বিয়ান্ডি, মুম্বই, ২০০২–তে গুজরাটের গোধরা–সহ একাধিক দাঙ্গা হয়। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিজেপি সরাসরি যুক্ত ছিল না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ১৯৮১–৮৩–র মধ্যে সারা ভারতে হিন্দু ঐক্য সম্মেলন সংগঠিত করেছিল। তার ফলে ক্রিশ্চান মুসলিমদের ওপর সরাসরি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঙ্গায় উচ্চবর্ণের নেতারা, অন্তজদের ধর্মের সুড়সুড়ি অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে খুন লুঠ আগুন জ্বালানোর মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। মিরাটের দাঙ্গায় ভাঙি (মেথর)দের রামায়নের রচনাকার বাল্মীকি মুনির উত্তরসূরী প্রচার করে এবং খুন লুঠের জন্য খবর ছড়িয়ে দিয়েছিল। মহারাষ্ট্রের দাঙ্গায় শিবসেনা মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ মদত ছিল। এই সময় সংঘ হিন্দু পরিষদ উচ্চবর্ণ অন্তজ গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য হয়।

১৯৮৫র নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি সহানুভূতির ঝড়ে বিজেপি লোকসভায় ছটি আসন পায়। লোকসভায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি না পেলে বিজেপি তাঁর রাজনৈতিক কৌশলকে 'হিন্দু'ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে। হিন্দু যে কোনও ধর্ম নয়, সংস্কৃতি এই ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে 'হিন্দু' ধর্মীয় আবেগের খেলা শুরু করে। এই খেলায় গোবলয় অঞ্চলে বিজেপি জনসমর্থন বাড়ে। ১৯৮৯–র নির্বাচনে লোকসভায় ৮৫টি আসন দখল করে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের বাম গণতান্ত্রিক জোট মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজেপি যুক্ত হওয়ার ফলে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের জাতপাতের সঙ্গে ধর্ম মণ্ডল–কমণ্ডল সাময়িক ঐক্য ঘটে। কিন্তু একবছরের মধ্যেই সংকট তৈরি হয়। তপশিলী জাতি ও অনগ্রসর জাতির জন্য ১৯৮০–র বিন্দেশ্বরী প্রকাশ মণ্ডলের ৪৯% সংরক্ষণের সুপারিশ উচ্চবর্ণের মধ্যে বিতর্ক বিক্ষোভ শুরু হয়। বিজেপি জনসমর্থনের জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইলাহাবাদ হাইকোর্টের রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত বিতর্কিত রায়কে কেন্দ্র করে। অযোধ্যায় বিতর্কিত স্থানে রাম মন্দির গড়ে তোলা নিয়ে টয়োটা গাড়ি চড়ে রথ যাত্রা করেন। দেশের আটটি রাজ্যে ৬ হাজার মাইল যাত্রা করার পর বিহারে গ্রেপ্তার হন।

রাম শিলা পূজনকে কেন্দ্র করে ১৯৮৯ এ ভাগলপুর দাঙ্গা স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথম মন্দির মসজিদ নির্মাণের বিরোধ প্রকাশ্যে আসে। প্রাথমিক ভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসার সূত্রপাত ঘটে অগস্টে মহরম ও বিসারি পুজো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দি নির্মর্াণের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাম শিলা(ইট) পুজোর নামে এক মিছিল বার করে। এই সময় গুজব রটিয়ে দেওয়া হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্র খুন হয়েছে। ২৪শে অক্টোবর পরিষদের মিছিল ভাগলপুরের গেশৈল্যা হয়ে তাঁতারপুরে ঢোকার মুখে শ্লোগান ওঠে হিন্দু হিন্দু হিন্দুস্থান, মুসলিম ভাগো পাকিস্তান। স্থানীয় মুসলিম এলিটরা দাবি করে মিছিলের পথ পরিবর্তনের। পরিষদ রাজি না হওয়ায় খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। এই দাঙ্গার আগুন ৬ মাস জ্বলেছিল। ১ হাজার লোক মারা যায়, ৫০ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়। ভাগলপুর দাঙ্গার অনুসন্ধানের জন্য পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি সিপিসিনহার নেতৃত্বে কমিশন গঠন হয়। এই কমিশন তাঁর রিপোর্টে ১২৮৩ জনকে দোষী সাবস্ত করে। কিন্তু সিংহভাগ অভিযুক্তকে প্রমাণের অভাবে শাস্তি দেওয়া যায় নি। ২০০৫ সালে ভাগলপুর কোর্ট ১০ জন অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

রাম শিলা পুজো রাম রথ যাত্রা রাম মন্দির অযোধ্যায় নির্মাণের কমণ্ডুল রাজনীতি বিজেপিকে ১৯৯১–র লোকসভা নির্বাচনে ১২০টি আসন জয়ী করে। লোকসভায় ৩৫টি আসন এবং রামের নেশায় উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান হিমাচল প্রদেশ সহ চারটি রাজ্যের বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতা দখল করে। সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে ৯০–এর দশক থেকে ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতার গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থী বামপন্থী সবাই ধর্মকে হাতিয়ার করে নির্বাচনে জনসমর্থন লাভের জন্য গলা কাটতে শুরু করে। এক দিকে 'রাম' মদিরার নেশা অন্যদিকে বিধি বামের কুম্ভিরাশ্রু। ১৯৯২র ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা ভারতীয় রাজনীতির দৈন্যতা শঠতাকে প্রমাণ করল। দেশজুড়ে রবিবারের সন্ধ্যায় শুরু হয় আতঙ্কের রাত। আল্লা হো আকবর রাসের তরবারি বেওনেটের গুলি–কার্ফু জারি। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শহরগুলি দাঙ্গার হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। ৯২–এর ডিসেম্বর ৯৩–এর জানুয়ারি এক মাসে সারা ভারতে ১,২৫০টি দাঙ্গা ঘটেছিল। ২০০০–এর বেশি লোক মারা যায়। দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি প্রাণ যায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতে। গুজরাটে ২৪৬, মধ্যপ্রদেশে ১২০, অসমে ২০০, উত্তরপ্রদেশে ২০১ কর্নাটকে ৬০ জন মারা যায়। সারা ভারতে হিংসার মহামারী দেখা যায়। অমানবিক বর্বরতার চরমতম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মুম্বইতে।

মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ের রাজপথ দাঙ্গার রক্তে লাল হয়। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরের দিন মহম্মদ আলি রোডে স্থানীয় মুসলমানরা স্থানীয় দোকানপাট লুঠ করে এবং মন্দির ভাঙে। তারপর শুরু হয় বিজেপি শিবসেনা সৈনিকদের উন্মত্ততা। এই দাঙ্গায় ৯০০ জন মারা যায়। যাদের মধ্যে ২৭৫ জন হিন্দু এবং ৫৭৫ জন মুসলিম। মহারাষ্ট্রের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি বিএন শ্রীকৃষ্ণর নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন তাঁর রিপোর্টে মুম্বই দাঙ্গার কারণ খুঁজে পেয়েছে। ১। শ্রেণি সংঘাত, ২। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাতে বিপুল জনসংখ্যার চাপ, ৪। বেকারত্ব, ৫। পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রবর্তক বা শিবসেনার মারাঠা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের জিগির। তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, মুসলিম ধর্মান্ধ আবেগ হিন্দুদের বিজয় উল্লাস এবং বিশৃংখলিত জনতাকে দমন করতে পুলিশের অক্ষমতাকে দায়ী করেছে।

মুম্বই দাঙ্গার ক্ষত শুকোতে না শুকোতে ৯৩–এর ১২ মার্চ দাউদ ইব্রাহিম এবং সঙ্গীদের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৩০০ জন মারা যায়। কলকাতাতেও এই ঘটনার প্রতিফলন ঘটে বউবাজার ৮৬ নম্বর বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে বোমা বিস্ফোরণ। রশিদ খানের জেল হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায়ও হিংসা শুরু হয়েছিল। তালতলা থানার ওসি খান সাহেবের গুলিতে জানবাজারের বাসিন্দা দিলীপ সাহা নামে এক নিরীহ ব্যবসায়ী মারা যায়। ১৯৯৪ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিন্তু কমতে শুরু করে। ১৯৯৪ সালে ১৭৯টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে মারা যায় ৭৮ জন। ১৯৯৫ হায়দ্রাবাদ সহ একাধিক অঞ্চলে দাঙ্গায় মারা যায় ৬২ জন। ১৯৯৬–এ মারা যায় ২৪ জন। ১৯৯৮–এ হিমাচল প্রদেশে চাম্বা জেলায় পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীদের হানায় ৩৫ জন মারা যায়। যাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল স্থানীয় শ্রমিক।

এক দিকে 'রাম' মদিরার নেশা অন্যদিকে বিধি বামের কুম্ভিরাশ্রু। ১৯৯২র ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙা ঘটনা ভারতীয় রাজনীতির দৈন্যতা শঠতাকে প্রমাণ করল। দেশজুড়ে রবিবারের সন্ধ্যায় শুরু হয় আতঙ্কের রাত। আল্লা হো আকবর রাসের তরবারি বেওনেটের গুলি–কার্ফু জারি। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শহরগুলি দাঙ্গার হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। ৯২–এর ডিসেম্বর ৯৩–এর জানুয়ারি এক মাসে সারা ভারতে ১,২৫০টি দাঙ্গা ঘটেছিল। ২০০০–এর বেশি লোক মারা যায়। দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি প্রাণ যায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতে। গুজরাটে ২৪৬, মধ্যপ্রদেশে ১২০, অসমে ২০০, উত্তরপ্রদেশে ২০১ কর্নাটকে ৬০ জন মারা যায়। সারা ভারতে হিংসার মহামারী দেখা যায়। অমানবিক বর্বরতার চরমতম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মুম্বইতে।

ছবি বিক্রি তো পোস্ত চাষ নয় পদত্যাগের প্রশ্ন আসে কেন?

নির্মল গোস্বামী

সত্য শিব সুন্দর এটা আমরা সকলেই জানি। আরও একটা কথা জানা দরকার তা হল 'সত্য' সহজ সরল। 'সত্যের মতো সহজ সরল জিনিস আর হয় না। আমরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সত্যের সকল পথকে ঘোরালো করে তুলি। গুলিয়ে দিতে চাই এমন ভাবে যাতে সত্যটাকে জানার চেষ্টা করলেও সাধারণভাবে কেউ জানতে না পারে। এই বিষয়ে অনেক উদাহরণের মাঝে সদ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটি উক্তি নতুন ভাবে সংযোজিত হল।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের টিপ্পনির জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে ''ছবি বিক্রির একটা পয়সাও যদি আমার অ্যাকাউন্টে ঢোকে তাহলে আমি পদত্যাগ করব।'' এই ধমকে বিরোধীরা সাময়িক চুপ হলেও আম জনতার মনে সন্দেহ জাগে। কারণ সর্বজন বিদিত সত্য হল যে যখন কোনও রাজনৈতিক নেতা বা বড় সরকারী অফিসার অবৈধভাবে কারো থেকে দান বা উৎকোচ গ্রহণ করে তখন তা নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা করে না। এ ছেঁদো সত্যের মধ্যে আটকে না থেকে আমি একটু অন্যভাবে বিচার বিবেচনা করতে পারি।

ছবি যে কেউ এঁকে বিক্রি করতে পারে। এটা নিষিদ্ধ নয় বা বেআইনিও নয়। দোষের তো নয়ই। তাসে সে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর ক্ষেত্রে যেমন তেমনই একজন নেতা বা মন্ত্রীর ক্ষেত্রেও। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলজি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কবিতার বই ছাপালেন। এখন রয়্যালটির টাকা যদি অটলজি

কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী মোদিজি পোষাক লালচী হয়ে ১০ লাখী স্যুট উপহার নিয়ে ছিলেন এবং পরে বিড়ম্বনার মুখে পড়ে তা নিলামে চার কোটি টাকায় বিক্রয় করে দেন। কে উপহার দিয়েছিলেন এবং কে নিলামে যে কিনল তা সাদা টাকায় না কালো টাকার কারসাজি তা তদন্ত করলেই প্রকাশ্যে আসবে। এখানে ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই।

নিয়ে থাকেন বা সেই টাকা যদি ব্যাঙ্কে জমা করেন, তা কি দোষের হবে? অটল বিহারী বই বিক্রির টাকা নিয়েছেন কেন? এই নিয়ে কি বিরোধীরা প্রচার করেছে কখনও? এটা রাজনৈতিক ইস্যু করার মতো মূর্খ বিরোধী দল বোধ হয় ভারতবর্ষে নেই।

তাহলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন হবে কেন? তিনি ছবি বিক্রি করলে দোষের হবে কেন? কে বা কারা বলেছে ছবি বিক্রি করাটা অন্যায়। তিনি একটা শিল্প মাধ্যমে পারদর্শী।

শিল্পকর্মের বাজার দরের উপর শিল্পীর সাফল্য নির্ভর করে। ফলে ছবি এক কোটি কেন মোদিজির কোটের মতো চার কোটিতেও বিক্রি হতে পারে। আইনমতো ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে সেই টাকা যদি শিল্পী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নগদে নিজের কাছে রাখেন বা ব্যাঙ্কে রাখেন বা কাউকে দান করে তবে সেটা তো গর্বের। সেই টাকায় যদি নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণ চালান সেটা শাসক হিসাবে অত্যন্ত মর্যাদার। যেমন ইতিহাস বলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব টুপি সেলাই করে বা কোরান অনুবাদ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি সরকারী পয়সা নিতেন না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও যদি ছবি বিক্রির টাকা নেন তবে তা হবে আমাদের গর্বের। সেজন্য তিনি পদত্যাগ করতে যাবেন কেন? ছবি আঁকা কি পোস্ত চাষের মতো নিষিদ্ধ বিষয়? কেন বলতে হবে ছবি বিক্রির একটা পয়সা নিয়ে থাকলে পদত্যাগ করব এটাই ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছে না আম জনতা।

কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী মোদিজি পোষাক লালচী হয়ে ১০ লাখী স্যুট উপহার নিয়ে ছিলেন এবং পরে বিড়ম্বনার মুখে পড়ে তা নিলামে চার কোটি টাকায় বিক্রয় করে দেন। কে উপহার দিয়েছিলেন এবং কে নিলামে যে কিনল তা সাদা টাকায় না কালো টাকার কারসাজি তা তদন্ত করলেই প্রকাশ্যে আসবে। এখানে ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই। কিন্তু আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল দল কেউ কিন্তু আজ পর্যন্ত যে ছবি কিনল তা প্রকাশ্যে বলেনি। এই গোপনীয়তাই বাস্তবকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নানা কল্পনার রঙে রাঙিয়ে বিরোধীরা জনতার দরবারে পেশ করে চলেছে। যা ছিল জলের মতো সহজ সরল। তা চাপা দিতে এমন যুক্তির অবতারণা হচ্ছে যা দেখে মনে হয় ছবি আঁকাটাই যেন গর্হিত অপরাধ। গোড়ায় বলা একটা কথা সহজ সত্যকে জটিল করে তুলছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। তাঁর কথাতে প্রমাণিত ছবি বিক্রি হয়েছিল এবং সেটা গৌরী সেন বা যে কেউ আপনার গুণগ্রাহী কিনতেই পারে তাতে দোষ কোথায়? একজন ছবি কিনতে এসেছেন সঙ্গে করে সাদা টাকা না কালো টাকা নিয়ে এসেছে। কিংবা বৈধভাবে উপার্জিত কি লোক ঠকানো টাকা তা জানা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়— এটাই ছিল প্রাথমিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য যুক্তি। কিন্তু প্রথম থেকে সহজ সত্যকে চাপা দিতে গিয়ে আজ অপযুক্তির আশ্রয়ে ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা উল্টে মানুষের মনে শত প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

পাঠকের কলমে

বাজেট এবং বেহালার ভাগ্য

আসন্ন রেল বাজেটে রাজ্যের মেট্রো প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়বে কিনা তার আগাম ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত নেই, ইস্ট–ওয়েস্ট কিংবা বিবাদী বাগ জোগা প্রকল্পগুলির কাজ চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা আর যাত্রীদের নিত্যযন্ত্রণা কতটা লাঘব হবে তা হয়ত ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু বর্তমানে বেহালার বাসিন্দারা প্রতিদিন প্রাণহাতে ডায়মন্ডহারবার রোড পারাপার করেন। একটু রাত বাড়লে ট্রাফিক পুলিশ অমিল। মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে, কোথাও কোথাও প্রাণহানিও, রাজ্যের উত্তাল রাজনীতি চর্চার আবর্তে গণমাধ্যমে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বেহালা, ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দাদের যানযন্ত্রণা আর পথ যন্ত্রণার কথা। ভিআইপিদের গাড়ি জেমস্‌লঙ সরণীর পথে গেলেও আমজনতার ভরসা বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম রাস্তা ডায়মণ্ড হারবার রোড। জ্যামজটএ অসহনীয় দিন কবে শেষ হবে? আলিপুর বার্তা এই সব 'ছোটখাট ঘটনা তুলে আনলেও রাজ্যের মন্ত্রীরা সব বড় ব্যাপার' নিয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষেণের জন্য এই পত্র।

গোপী সাহা, বেহালা

রাস্তার দাবিতে

আমি সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। সোনারপুর স্টেশনের ঢিল ছোড়া দূরত্বে সাহেব পাড়া রামকৃষ্ণ সরণী। পাড়ায় পানীয়জলের কোনও লাইন নেই, রাস্তা নামেই, বর্ষাকালে জলে ডুবে যায়। স্থানীয় লোকজন নিজেদের পয়সায় কোনও রকমে রাস্তা বানালেও কর্তৃপক্ষের কোন হেলদোল নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এখানেই অবস্থিত। বহু মানুষের আগমন ঘটে কিন্তু ভক্তরা নাজেহাল হলেও রামকৃষ্ণসরণী চির ব্রাত্য।

অর্পিতা গাঙ্গুলী, সোনারপুর

পৃথিবীকে ভারতের দান প্লাস্টিক সার্জারি

অজয় বিদ্যুৎ

প্লাস্টিক সার্জারি আজ চিকিৎসা জগতে আধুনিকতম বিদ্যা। এর আবিষ্কর্তা ভারত। সারা বিশ্ব জানে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্রবলে ভারত বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সার্জারি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিক সার্জারিও ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্লাস্টিক সার্জারিতে শরীরের কোনও স্থানের চামড়া কেটে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনভাবে লাগানো হয় যে বোঝাই যাবে না অন্যস্থানের চামড়া তুলে এনে লাগানো হয়েছে। এই বিদ্যা ভারতই প্রথম পৃথিবীকে দিয়েছে।

১৭৮০ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের এক বড় এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন হায়দর আলি। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৪-এর মধ্যে ইংরেজরা বেশ কয়েকবার হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করে। সে সময়কার নানান ঘটনার কথা ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল কুটের ডায়েরি থেকে জানা যায়। কর্নেল কুট তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন—যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি। হায়দরের সৈনিকরা আমাকে বন্দি করে হায়দরের কাছে নিয়ে যায় এবং তিনি আমার নাক কেটে ফেলেন। কাটা নাক আমার হাত দিয়ে একটি ঘোড়ায় বসিয়ে দিয়ে বলেন 'ভাগ যাও'। আমি কাটা নাক হাতে নিয়ে বেলগাঁও পালিয়ে আসি। বেলগাঁওয়ের এক বৈদ্য আমাকে দেখে আমার নাক কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আমি মিথ্যাকথা বলি যে কেউ পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। বৈদ্য খুব ভালোভাবে দেখে বলে—'আমাকে বোকা ভেবেছ? এটা পাথরের আঘাতে কাটা নয়, তরোয়াল দিয়ে কাটা, আমি চিকিৎসক তাই বুঝতে পারি।' আমি তখন সত্য কথা বলি যে, আমার নাক কেটে গিয়েছে।

চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করেন—কে কেটেছে?

আমি বলি—তোমাদের রাজা কেটেছে।

বৈদ্যের আবার জিজ্ঞাসা—কেন নাক নিয়ে তুমি কি করবে? ইংল্যান্ড যাবে?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বলি—কাটা নাক নিয়ে ইংল্যান্ড যাওয়ার ইচ্ছা নেই, কিন্তু কি করবো, যেতেই হবে।

আমার সমস্ত কথা শুনে বৈদ্য দয়াপরবশ হয়ে বলেন—আমি তোমার নাক জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি।

কর্নেল বুটের ডায়েরির ৩০টি পাতায় এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে। নাক জোড়া লাগানোর কথা কর্নেল প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেননি। বৈদ্য তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে এসে বেশ কয়েকদিন রেখে চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁর নাক জোড়া লাগিয়ে দেন। তাঁকে মলম জাতীয় কিছু দিয়ে বলেন কয়েকদিন সকাল

সন্ধ্যায় এটা লাগাতে হবে। মাত্র ১৫/১৬ দিনেই কর্নেল কুট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জাহাজে করে লন্ডন ফিরে আসেন।

তিন মাস পর বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের বিদ্যার কথা জানিয়ে ভাষণ দেন। পার্লামেন্টের সদস্য ও গণ্যমান্য অতিথিরা তাঁর নাক দেখে বুঝতেই পারেননি যে তাঁর কাটা নাক জোড়া দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য ভারতে এসে সেই বৈদ্যের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতির সত্যতা যাচাই করে তার পুরো বিবরণ সংসদে পেশ করেন। তারপর লন্ডনের এক ডাক্তারের দল বেলগাঁও আসে এবং সেই বৈদ্যের সঙ্গে দেখা করে। বৈদ্য তাদের বলেন যে তিনিই শুধু নয়, ভারতের প্রতি গ্রামে একজন করে এরকম চিকিৎসক আছে। একথা শুনে ওই ইংরেজ ডাক্তারের দল আশ্চর্য হয়ে যায়।

বৈদ্যকে তারা জিজ্ঞাসা করে এই বিদ্যা তাঁকে কে শিখিয়েছে? জবাবে বৈদ্য বলেন—আমাদের দেশের গুরুকুলে এই বিদ্যা শেখানো হয়। জানা যায়, ইংরেজ ডাক্তারদল বেলগাঁওয়ের সেই গুরুকুলে ভর্তি হয়ে প্লাস্টিক সার্জারি বিদ্যা (ত্বক প্রতিস্থাপন বিদ্যা) শিখে দেশে ফিরে যায়।

এভাবে ভারতের ত্বক প্রতিস্থাপন বিদ্যা ইংল্যান্ডে প্লাস্টিক সার্জারি নামে প্রচলিত হয়। বেলগাঁও-য়ে ত্বক প্রতিস্থাপন বিদ্যা শেখা একজন ডাক্তার নিজের ডায়রিতে লিখেছেন—আমি ভারতে প্রথম যে গুরুর কাছে প্লাস্টিক সার্জারি শিখেছি তিনি ভারতের বিশেষ জাতির লোক অর্থাৎ নাপিত ছিলেন। এ থেকেই আমাদের দেশের আর একটি পরম্পরার বিষয়ে জানা যায়। কোনও ব্যক্তি জাতিতে যাই হোক না কেন তাঁর জ্ঞান, তাঁর পারদর্শিতাকে সব সময় সম্মান জানানো হোত। নাপিত অথবা মুচি হলেও তাঁদের গুরুকুলে শিক্ষাগ্রহণে কোনোরকম বাধা ছিল না। ভারতবর্ষে শিক্ষাগ্রহণে জাতপাত বিচার করা হত না। বর্ণব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ চলতো।

বেলগাঁও-এ আসা আর এক ইংরেজ ডাক্তার লিখেছেন—তিনি যে গুরুর কাছে সার্জারি শিখেছেন তিনিও নাপিত ছিলেন। শিক্ষাগ্রহণের শেষের দিকে তাঁকে দিয়ে একটা অপারেশন করিয়েছিলেন। সেই অপারেশনেরও বর্ণনা তাঁর ডায়েরিতে তিনি লিখে গেছেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধে এক মারাঠা সৈনিকের দুটো হাত কাটা যায়। তাকে তাঁর গুরুর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। গুরু সেই অপারেশন তাঁকে দিয়ে করিয়েছিলেন। অপারেশন অত্যন্ত সফল হয়েছিল। সেই ইংরেজ শিক্ষানবিশের নাম ছিল টমস্ ক্রুসো। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন—''আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জ্ঞান লাভ করেছি ভারতবর্ষের গ্রামের এক গুরুর কাছে। তিনি এর জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেননি। ভারতবর্ষে বিদ্যা বিক্রি করা হয় না জেনে আমি খুবই অবাক হয়ে যাই।''

পরবর্তীকালে টমস্ ক্রুসো ইংল্যান্ডের এক বড় প্লাস্টিক সার্জারির ডাক্তার হয়েছিলেন। তিনি প্লাস্টিক সার্জারির স্কুলও খুলে ইংরেজ জাতিকে এই বিদ্যা শিখিয়ে ছিলেন। আজ তা বিশ্বময় হয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা, ভারতে যে বিদ্যার উৎপত্তি স্থল, যে গুরুর থেকে এই বিদ্যা শিখে পৃথিবীময় হয়েছে ডাঃ টমস্ ক্রুসোর ডায়েরি বা বিশ্বকোষে বেলগাঁও-এর সেই বৈদ্যের নাম ও বর্ণনা আজও নেই।

(স্বস্তিকার সৌজন্যে)

আলিপুর বার্তা সুদোকু

সমাধান

সু	পু	দো	বা	আ	লি	র্তা	র	কু
আ	র্তা	বা	র	কু	সু	লি	পু	দো
র	কু	লি	র্তা	দো	পু	আ	বা	সু
বা	দো	আ	পু	র্তা	র	কু	সু	লি
পু	র	কু	লি	সু	দো	বা	আ	র্তা
লি	সু	র্তা	আ	বা	কু	পু	দো	র
র্তা	লি	পু	সু	র	বা	দো	কু	আ
দো	আ	সু	কু	পু	র্তা	র	লি	বা
কু	বা	র	দো	লি	আ	সু	র্তা	পু

১৮ সংখ্যার সুদোকুর উত্তর। আবার পরের সুদোকু জানতে চোখ রাখুন আলিপুর বার্তার পাতায়।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন : নির্মল দে, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

বিষয়ের বিষে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা শ্যামল মণ্ডল (৫৯)কে গত তিনমাস আগে ২৪ নভেম্বর ২০১৪, অপহরণ করে তারপর খুন। এইভাবে শেষ হল শ্যামল মণ্ডলের অন্তর্ধান রহস্য। উল্লেখ ২৪ নভেম্বর আচমকা নিখোঁজ হওয়ার পর শ্যামলবাবুর স্ত্রী বীথিকা দেবী বজবজ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। নুর আলম মালি বন্ধুত্ব পাতিয়ে শ্যামলকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় তারপর লাল কাপড় দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মারে এবং ঝড়গ্রামের মানিকপাড়া বিট হাউস লাল ব্রিজের কাছে শ্যামলের দেহ পাওয়া যায়। পুলিশের অনুমান গত তিনমাস আগে চিহ্নিত করতে না পারায় লাশ কাটা ঘরে পড়ে ছিল তার দেহ। নুর আলি স্বীকার করে সাড়ে চার লাখ টাকার বিনিময়ে সে খুন করে। শ্যামল মণ্ডলের শ্যালক সমর চক্রবর্তী ও মধু চক্রবর্তী গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২৬ ফেব্রুয়ারি আলিপুর আদালতে তোলা হলে জানা যায় শ্বশুরবাড়িতে পাওয়া কোটি টাকার সম্পত্তির জেরে খুন হতে হলো শ্যামলবাবুকে। এই গুলোর টোপ দিয়ে ছিল শ্যামল। শ্যামল বাবুর পুত্র সন্দীপ মণ্ডল জানান পুলিশ প্রশাসন সহ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহযোগিতার জন্য বাবার দেহটা পেলাম, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন শ্যামলবাবুর মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক।

৪০টি ফুড ট্রলি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ২৫ ফেব্রুয়ারি বজবজ পুরসভার উদ্যোগে আইসিএফ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৪০ জন মহিলাকে ফুড ট্রলি প্রদান করে, যার মাধ্যমে মহিলারা সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে স্বনির্ভর হতে পারবে বলে মনে করেন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান ফুলু দে। চেয়ারম্যান বলেন ২০টি ওয়ার্ডের মধ্য থেকে ওয়ার্ড পিছু ২ জন করে দুঃস্থ মহিলাকে আয়ের উৎস করে দেয়।

উল্লেখ স্বর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনার প্রকল্পের সহায়তায় সম্প্রতি চড়িয়াল চিলড্রেন পার্কে সপ্তাহব্যাপী মিলন মেলায় দেখা গেল মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি ও প্রদর্শনী। এই প্রকল্পে মহিলাদের যেমন টেলারিং, নার্সিং, বিউটিশিয়ান ট্রেনিং এর পাশাপাশি পুরুষদের কমপিউটর ট্রেনিং, ফ্রিজ রিপিয়ারিং এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ফুলুদেবী মহিলাদের হাতে ফুড ট্রলি তুলে দিয়ে তাদের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করেন। ভাইসচেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন পুর পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ পরিবারকে স্থায়ী আয়ের উৎস করে দিতে পেরেছে, এটা কম গর্বের কথা নয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর পম্পা ঘোষ, দীপক ঘোষ, কোচিন সাঁপুই, শেখ জয়নুল, প্রদ্যুৎ মজুমদার সহ প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের আধিকারিক মিখাউস ও সিডিএস মহিলা কর্মীরা, সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কমিউনিটি অর্গানাইজার কুণাল প্রামাণিক।

আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার গলায় দড়ি দিয়ে বিএ তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর মৃত্যু হয় ক্যানিং থানার বিদ্যাধরী পাড়া গ্রামে। মৃত ছাত্রীর নাম মৌসুমী বেরা (২০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৌসুমী ট্যাংরাফালি বঙ্কিম সরদার কলেজের বিএ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। বাবা রবীন বেরা, মা চায়না বেরার চায়ের দোকান। কোনওমতে সংসার চলে। এদিন যথাসময়ে ছাত্রীর মা বাবা ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে যায়। সকাল ৯টার সময় স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন ছাত্রীর বাড়িতে গেলে জানলা দিয়ে দেখতে পায় গলায় দড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছাত্রীকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গৃহবধূর মৃত্যু

দীপক ঘোষ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সেনপুকুরে গত ৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলো গ্যাস সিলিন্ডারের। গৃহবধূ কল্পনা ধাড়া (৫০) ও গ্যাস সিলিন্ডার বাহক রঞ্জিত আদক (৩৫) দুজন কে দগ্ধ অবস্থায় প্রথমে বজবজ হাসপাতালে পরে বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ঘটনার পরের দিন কল্পনাদেবী মারা যান, রঞ্জিত আদক বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন। বর্তমানে অনেকটা সুস্থ।

উল্লেখ, গ্যাস সিলিন্ডার বাহক গ্যাস জ্বালতে বলার পরেই বিপত্তি ঘটে। ইন্ডেন গ্যাসের ডিলার প্রদ্যুৎ দাস জানান অসাবধানতার ফলেই এ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ইন্ডিয়ান অয়েলের প্রতিনিধি সহ পি কে মিউজিক স্টোর্স এর কর্মকর্তারা ছুটে যান। প্রদ্যুৎবাবু আরও বলেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে মৃতের পরিবারকে।

মাতৃভাষা দিবস

অরিন্দম রায়চৌধুরী : ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালিত হলো উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটার রামপুরে। রাজপুর রামপুর হাইস্কুলের অনুষ্ঠানে সংগীত আবৃত্তি ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুশ্রী পরিষদের উদ্যোগে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী অনুশ্রী চক্রবর্তী। তবলা সংগতে ছিলেন পরিমল নন্দী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বনাথ মণ্ডল, রতন নন্দী, প্রফুল্ল অধিকারী প্রমুখ। মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুসঞ্চালনা করেন শিক্ষক সুভাষ রায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান দেওয়া হল ৪ মার্চ মহেশতলা পুরসভার উৎপল দত্ত মঞ্চে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুর্গাপুজোর সেরা সম্মান পেয়েছেন প্রথম স্থানে তিনটি পুজো কমিটি সেরা পুজো বাটানগর নিউল্যান্ড পুজাকমিটি মহেশতলা, সেরামণ্ডপ নবারুণ সমিতি মহেশতলা, সেরা প্রতিমা নাইয্যাপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব ডায়মন্ড হারবার, দ্বিতীয় স্থানে তিনটি পুজো কমিটি সেরা পুজো অমৃতায়ন কাকদ্বীপ, সেরা মণ্ডপ বর্ণালী সংঘ কাকদ্বীপ, সেরামণ্ডপ বর্ণালী সংঘ কাকদ্বীপ, সেরা প্রতিমা রিক্রিয়েশন

ছবি : কৌশিক ঘোষ

ক্লাব কাকদ্বীপ, তৃতীয় স্থানে তিনটি পুজো কমিটি সেরা পুজা মিঠাখালি গ্রামাবাসীবৃন্দ ক্যানিং, সেরা মণ্ডপ যুববৃন্দ নতুন পোল ডায়মন্ড সেরাপ্রতিমা বজবজ ইন্টিগ্রেটেড হাউজিং এস্টেট সার্বজনীন বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ২৬৪ পুজো ফর্ম পূরণ করার পর ৯ টি পুজো কমিটি পুরস্কৃত হয়েছে। সেরা পুজো বাটানগর নিউল্যান্ড পুজো কমিটি, ডিএন ঘোষ রোড পুজো কমিটি (বজবজ), বোরহানপুর যুবক সমিতি (বিষ্ণুপুর), সারঙ্গ সার্বজনীন পুজো কমিটি (মহেশতলা), কৃষ্টি সংঘ (রবীন্দ্রনগর), বাওয়ালী রথতলা সার্বজনীন (বজবজ), নবারুণ সমিতি (মহেশতলা), অগ্রণী সংঘ (বজবজ), রামকৃষ্ণ সারদা পল্লী সার্বজনীন (বিষ্ণপুর), নিউ ইয়ং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন (বিষ্ণুপর), ৪ নং গেট সার্বজনীন পুজো কমিটি (বজবজ)। জেলার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পুজো কমিটিকে যথাক্রমে ৫০ হাজার, ৩০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা ও মানপত্র দেওয়া হয়। মহেশতলার উৎপল দত্ত মঞ্চে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, জেলা তথ্য আধিকারিক কাজল ভট্টাচার্য, মহকুমা শাসক নায়েক, ডি. এস পি অজয় মুখার্জী, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বিবিআইটির চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা সহ আরো অনেকে।

নোদাখালিতে প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালি থানার অন্তর্গত নোদাখালি নতুন রাস্তার মোড়ে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত একটি মদের দোকান খোলা কেন্দ্র করে এলাকায় মাদক বিরোধী গণ কমিটি প্রতিবাদ সভা করল গত ৪ ফেব্রুয়ারি। প্রতিবাদ সভায় মূল বক্তব্য ছিল নোদাখালি নতুন রাস্তা এলাকায় মদের দোকান খোলা হলে পরিবেশ সুস্থ থাকবে না। যাঁর ছেলে এই মদের লাইসেন্স পেয়েছেন তিনি একজন শিক্ষক, তাই শিক্ষক হিসাবে তাঁর উচিৎ ভুল স্বীকার করে এই দোকান না খোলা। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত দোকানের ঝাঁপ ফেলে প্রতীকী বিক্ষোভ দেখানো হয়। এদিনের প্রতিবাদ সভায় শাসক তৃণমূল দলের কোনও শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের দেখা যায়নি। তৃণমূলের অন্দরের খবর, শিক্ষক তথা কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোষ্ঠ বিশ্বাসের ছেলের মদের দোকান খোলা নিয়ে তৃণমূল দোলাচলে। অনেকের বক্তব্য সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত দোকানকে আদৌ বাধা দেওয়া যায় কি? আর এলাকার চোলাই ঠেকগুলো বন্ধ না করলে শুধু একটি সরকারি দোকানকে বন্ধ করলেই কি সমাজের সুস্থতা বজায় থাকবে? অনেকে আবার বলছেন নোদাখালি নতুন রাস্তা এলাকায় বসে মদ খাওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়া যায়না। সূত্রের খবর দোকানে বসে মদ খাওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। দেশি এবং বিদেশি মদ দোকানে বিক্রি হবে। নোদাখালি সভা কিনা, কে নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। প্রতিবাদীদের বক্তব্য তারা যেকোনও মূল্যে দোকান খোলা আটকে দেবে।

অশোকনগর হিউম্যান রাইটসের নব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানুষের অধিকার রক্ষার বিষয়টিকে প্রচার ও প্রসারের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হলো অশোকনগরে। বিএপিএ হিউম্যান রাইটস-এর উদ্যোগে অশোকনগর বাণীপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। বিশেষ করে আইনজীবীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

আজও সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সব গুরুত্বপূর্ণ অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সে বিষয়ে আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বি এ পিএ'র সম্পাদক কেষ্ট কুন্ডু, অ্যাডভোকেট তামসী ব্যানার্জী, পৃথ্বীশ মুখার্জী, অনির্বাণ চক্রবর্তী ছাড়াও কবি সত্য গুহ, প্রাক্তণ বিধায়ক সত্য দেবী কর, আই এম এর সম্পাদক ডাঃ সুজন সেন, সমাজসেবী ও লেখক লক্ষ্মীন্দ্র নারায়ণ সরকার, অশোক চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক গৌরী শঙ্কর দে।

আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাবড়া শ্রী চৈতন্য মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দু'দিনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র। মূলতঃ ভারতীয় দর্শন ও অন্যান্য বিষয়কে ঘিরে এই আলোচনাচক্রের শুভ সূচনা হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন বক্তা গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় আলোচনাচক্রে অংশ নেন। শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. চিন্তাহরণ সেনগুপ্ত, সভাপতি ড. দীপংকর দাশগুপ্ত, হাবড়ার পুরপ্রধান নিলিমেশ দাস, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার উপ-পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক উত্তম দত্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ সমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক স্বগত সেন, বিধায়ক ধীমান রায় প্রমুখ আলোচনাচক্রে অংশ নেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সুস্মিতা সেন। শ্রোতার আসনে অন্যান্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-ছাত্রীরাও।

স্টেট ব্যাঙ্ক এভাবে বন্ধ করে কি তুলে দেওয়া যায়?

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাসন্তীর ''স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'' গত শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কবে খুলবে, খুলবে কিনা, কিছুই বলা যাচ্ছে না। প্রতিদিন বহুমানুষ ব্যাঙ্কে এসে তালা বন্ধ দেখে ফিরে যাচ্ছেন। গেটে লেখা আছে ''মূল্যবান গ্রাহকবৃন্দ'' (স্টেটব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাসন্তী ব্রাঞ্চ)। বর্তমানে ধর্ণার কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকার জন্য সমস্ত গ্রাহকদের কে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাহারা যেন ক্যানিং শাখা হইতে তাহাদের লেনদেন সম্পন্ন করেন। কর্তৃপক্ষ ইংরেজিতেও একটা নোটিশ টাঙিয়েছেন। যেখানে ক্যানিং-এর সঙ্গে ভাঙন খালি ব্রাঞ্চেরও নাম আছে।

এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩-তে বাসন্তীর ২০ জন অটো চালককে লোন দেওয়া হবে বলে কথা দেন ও ১৮০০০ টাকা করে মার্জিন মানি জমা রাখেন। বাসন্তী ব্লক তাঁদের জানান অটো রিক্সাগুলি কাটাই করবে। বিডিও-র নির্দেশে ৪০-৫০ হাজার টাকার গাড়িগুলি মাত্র ৮০০০ টাকার বিনিময়ে তাঁরা কাটাইয়ে দিয়ে দেন। এই অটোগুলিকে রুট পারমিটও দিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৪-র মার্চ জেলা পরিষদের কাছে এসবিআই ম্যানেজার সাবসিডি চেয়ে পাঠান। ২২ আগস্ট বাকি সাবসিডি জমা করে দেওয়া হয়। ফলে গত এক বছর অটো চালকদের আয় বন্ধ। ওদের দাবি ম্যানেজারকে লোন দিতেই হবে। ব্যাঙ্কের সামনে বিএসকেপি হোল্ডার অটো চালকগণ গত ৭/১১/১৪ থেকে ব্যাঙ্কের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। ওই সময় ম্যানেজার ওদের

দাবি মেনে নিয়ে পরদিন থেকে আর ব্যাঙ্কে ফিরে আসেন নি। বহুদিন এই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বিহীন ছিল। এই নতুন ম্যানেজার আসার পর আবার শুরু হয় অটো চালকদের অবস্থান। এই অবস্থানের জন্য ব্যাঙ্কটাই বন্ধ করে দেওয়া হল। স্থানীয় প্রাক্তন বিশিষ্ট শিক্ষক প্রভুদান হালদার বললেন, প্রতিদিন বহু দূর থেকে বহু মানুষ এসে ফিরে যাচ্ছেন। এক অনিশ্চিৎ অবস্থা। আমিও বারবার ব্যাঙ্কে গিয়ে ফিরে আসছি। জরুরি কাজ সব বন্ধ।

দলিত শ্রেণীর উন্নয়নেই প্রগতির সূচনায় আস্থা হরলালের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কর্মজীবনে ছিলেন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের কর্মী।

উত্তর চব্বিশ পরগণার নিউ বারাকপুরের বাসিন্দা তথা তৃণমূলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি হরলাল রায়ের রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯৬০ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ছাত্র পরিষদের সম্পাদক এবং ১৯৬৬তে নিউবারাকপুর টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক হন। সাতের দশকে ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের প্রাক্কালে ইন্দিরা কংগ্রেস তৈরি হওয়ার সময় মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।

১৯৭৯ পর্যন্ত এই দলে থাকেন। এরপর ১৯৮০ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তার চাকরি জীবন। এই সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন হরলালবাবু। কিন্তু ২০০৯-এ অবসর গ্রহণের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে প্রতিবেদককে জানান। ২০১০-এ উত্তর-চব্বিশ পরগণা জেলা তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের সম্পাদক হন। ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সর্বভারতীয় তৃণমূলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের সম্পাদক পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা তৃণমূলের এই সেলের সভাপতি পদের দায়িত্বে রয়েছেন হরলালবাবু। জানালেন, এই রাজনৈতিক ক্রিয়া-

এ সপ্তাহের মুখ

কলাপের মধ্যে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন।

তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, জগজীবন রাম, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন প্রমুখ। প্রায় ছেষট্টি বছর বয়সেও ব্যাপক কর্ম তৎপর হরলালবাবু কেন এই সংগঠনে এলেন? প্রশ্নের উত্তরে প্রতিবেদককে জানান, প্রায় সাতষট্টি বছর অতিক্রান্ত হতে চলল স্বাধীনতার বয়েস। এই সুদীর্ঘ সময়ে কাউকে এই এসসি, এসটি, ওবিসি সেল বা দলিত সম্প্রদায়কে নিয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক ভাবনাচিন্তা করতে দেখা যায়নি। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন ব্যতিক্রম। তিনিই এই দলিত সম্প্রদায়কে সমাজের মূল স্রোতে আনার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি শুধু বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণাই নয়, কার্যকর করে চলেছেন। হরলাল বলেন, আমি এই দলিত সমাজের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এদের শিক্ষা, সামাজিক স্বীকৃতি সহ সমাজের মূলস্রোতে সর্বদা সচেষ্ট থাকব।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি এই সেলের সভাপতি হিসেবে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে এই সমাজকে জাগ্রত করার প্রয়াসে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্লক স্তরে সংগঠন গড়ে তুলব।' এই সঙ্গে এই দলিত সমাজের উন্নয়নের জন্য সরকারের যেসব অনুদান এদের প্রাপ্য তা আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ সহ, এই সমাজকে মজবুত করে সর্বপ্রকার সামাজিক সুযোগসুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রেও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানোর অঙ্গীকার করেন। হরলালবাবুর মতে, সমাজে দলিতশ্রেণীর উন্নয়ন ঘটলেই বাস্তবিক প্রগতির সূচনা হবে।

মহিলা পুলিশে মনিরাদেবীর উত্তরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শ্রীরামপুর: দুর্গম পথ, কাজটা সত্যিই খুব কঠিন। রাজনৈতিক চাপ যেমন তেমনই প্রচুর বাধাবিপত্তি। তবুও দুর্বার গতিতে মেয়েদের এগিয়ে যেতে হবে। হুগলির শ্রীরামপুরে মহিলা থানার ওসি মনিরা বসুর মনের জোরটা ঠিক এরকমই। উল্লেখ্য, এর আগে তিনি চুঁচুড়ায় রাজ্যের দ্বিতীয় মহিলা থানার ওসি ছিলেন। শ্রীরামপুর মহিলা থানার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । ওইদিন দিন পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী, আই জি গঙ্গেশ্বর প্রসাদ সিং, মনিরা বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আপাতত প্রথম শিল্পাঞ্চল আসানসোলে এবং দ্বিতীয় চুঁচুড়াতে ছিল। ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০টি থানা কাজ শুরু করে দিয়েছে। এরপর মহকুমা ভিত্তিক বাকি মহিলা থানাগুলি হবে। কোচবিহার, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, বহরমপুর, খড়্গপুর, হলদিয়া, উলুবেড়িয়া এবং আরামবাগে। শ্রীরামপুর মহিলা থানার পুলিশ অফিসার মনিরা বসু জানালেন, সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে মহিলাদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই তাদের সুবিধার্থে জেলার মহকুমাগুলিতে মহিলা থানা গঠিত হয়েছে। বিজ্ঞানের যুগে মহিলারা বিচার বুদ্ধি ও সাহসের দিক দিয়ে এগিয়ে এলেও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে তাঁরা এখনও বেশ পিছিয়ে রয়েছেন।

সেই সঙ্কটে এবার দাঁড়ি পড়ল। তিনি কোন্নগরের বাসিন্দা। তবে তাঁর বাপের বাড়ি বর্ধমানের কাটোয়ায়। মেমারি থানার পলাশন বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর সরাসরি উত্তর কলকাতায় চলে আসেন। বাগবাজার মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হন। উচ্চ মাধ্যমিক মেধা তালিকায় রীতিমতো দক্ষতা নিয়ে পাস করেন। কলকাতা ইউনির্ভার্সিটিতে বাংলায় এম এ করেন। স্কুল ও কলেজের পাট কাটতেই তিনি বর্ধমান এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে পুলিশের চাকরি পান। তিনি প্রথম পোস্টিং পান বর্ধমানে। সেখানে পুলিশের স্কুলে সহ শিক্ষিকা পদে ৬ বছর ছিলেন। এরপর কাজের সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হন। এমন কি দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুর হেড কোয়ার্টারে ছিলেন। তিনি আরও জানালেন, মহিলা থানায় মূলত মহিলা সংক্রান্ত মামলা, নারী নির্যাতন, মার্ডার কেস, রেপ, স্কুল কলেজের মেয়েদের ইভটিজিং করা, পারিবারিক বিবাদ এই সমস্ত সহজেই মোকাবিলা করা হচ্ছে। শ্রীরামপুর গঙ্গার ধার বরাবর শ্রীরামপুর কলেজের কাছ পর্যন্ত টিন এজার স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রেম নিবেদন করত। ওই ফাঁকা জায়গায় মনিরা দেবী সদলবলে সিভিল ড্রেসে রেড করে তাঁদের বুঝিয়ে আবার ধমকে একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছে আর এম এস মার্কেট এলাকাতেও একই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তিনি। মনিরা দেবীর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় বসু। ওদের দুই কন্যা মধুশ্রী ও মধুরিমা। মধুশ্রী কলকাতার হাজরায় আশুতোষ কলেজে পড়ছে। মধুরিমা এবার আইসিএসসি দিল্লি বোর্ড থেকে মাধ্যমিক দেবে। বাড়িতে পরিবারের সকলকে সময় দিতে হয়। খেলাধূলার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে। থানায় রয়েছেন এ্যাসিস্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর সুলেখা রায়। থানায় গাড়ি এখন একটা রয়েছে। তবে সবরকম সমস্যার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মনিরা দেবী।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস

কৃষ্ণনগরের জলি মন্ডল বিরাট আকারের লুডো তৈরি করে গিনেস বুকে নাম লিপিবদ্ধ করেছেন

মলয় সুর

বিশ্বের সব থেকে বড় লুডো তৈরি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করলেন নদিয়ার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা জলি মন্ডল। বিশ্ব সেরার স্বীকৃতি স্বরূপ গিনেস রেকর্ড সংস্থা থেকে সার্টিফিকেট তিনি পেয়েছেন। জলিদেবী তাঁর দাদা মনোজদাকে একটি বিরাট লুডো তৈরির প্রস্তাব দেন। তারপর দাদার পরামর্শ অনুযায়ী বিরাট আকারের লুডো তিনি তৈরি করেন। লুডো প্রসঙ্গে জানা যায়, লুডোর একেবারে নীচের অংশটি সানপ্যাক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

তার উপর লুডোর ঘর করার জন্য ফ্লেক্স লাগানো হয়। সেই ফ্লেক্সের উপর লুডোর ঘরের ছবি আঁকা হয়েছে। লুডোর আয়তন ১২ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১২ ফুট চওড়া, জুতোর সোল দিয়ে ছক্কা তৈরি করা হয়েছে। সেই ছক্কার আকৃতি চারিদিকে ৬ ইঞ্চি। ওই ছক্কাটি নিয়ে খেলার জন্য একটি বড় মাপের বালতিও করা হয়েছে। ৮ ইঞ্চি ব্যাসের লাল, হলুদ, সবুজ ও নীল রংয়ের প্ল্যাস্টিকের গুটি রয়েছে।

এই লুডো তৈরি করতে টানা দু মাস সময় লেগেছে। এতে খরচ হয়েছে ৮০০০ টাকা। জলির গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের দরুণ গত মাসের ৩রা ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) দাদাগিরি রিয়্যালিটি শোতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা যায় তাঁকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সেখানে দাদা বিরাট লুডোতে চাল দিয়ে দুই ঘর হয়। জলিদেবী জানান, সৌরভ গাঙ্গুলির প্রেরণার কথা বলতেই হবে। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। যদিও তাঁদের পরিবারের অনেকেই গিনেস রেকর্ড এবং লিমকা রেকর্ডসের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তাঁর দাদা মিহির এবং মনোজ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রেসার কুকার তৈরি করে লিমকা বুক অব রেকর্ডসের অধিকারী হয়ে রয়েছেন। এছাড়া ২০১০ সালে গিনেস রেকর্ড সংস্থা তাঁদের স্বীকৃতি দেয় ৩৮০৯টি ডাক টিকিট লাগানো পার্সেল করার দরুন সব থেকে বেশি ডাক টিকিট লাগানোর জন্য। তাঁদের বাড়ি নদিয়ার কৃষ্ণনগরের সুভাষনগরে। ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের স্বীকৃতি তাঁর উপর মহারাজের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ জলিদেবী এতে বেজায় খুশি।

নারীর অধিকার রক্ষায় মনমোহিনী অভিযান

সৈকত ঘোষ : কখনও বিরোধিতা আবার কখনও সহমর্মিতা। কখনও ধিক্কার, প্রতিবাদ আবার অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো। রাজনীতির ময়দানে তিনি যোদ্ধা, বাস্তব জীবনে তিনি এক ঘড়ির পেন্ডুলাম। ডায়মন্ডহারবার থেকে রায়দীঘি, শহর থেকে গ্রাম সড়ক থেকে জঙ্গল ছুটে বেরিয়েছে নারীদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিয়ে, রাজনীতিই সব কিছু নয়, রাজনীতির পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের আলোয় আলোকিত করার কাজ সদা সচেষ্ট ডায়মন্ড হারবারের মনমোহিনী বিশ্বাস। কলেজ রাজনীতির পর ১৯৯৩ সাল নাগাদ বিমলেন্দু পুরকাইতের হাত ধরে তাঁর প্রকাশ্য রাজনীতিতে আবির্ভাব। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি বাঁচিয়ে রাখেন তাঁর আদ্যন্ত সমাজসেবী মন।

মগরাহাট, পাতড়া, লক্ষ্মীপুর, দক্ষিণ পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি এলাকা থেকে ভিন রাজ্যে বিক্রি হওয়া প্রায় দশ বারো জন মেয়েকে (INI ও প্রশাসনের সহায়তায় বাড়ি ফিরিয়ে এনেছেন মনমোহিনী দেবী। হাসি ফুটিয়েছেন অসংখ্য পরিবারের মুখে।

নানান মহলের হুমকি পেয়েও কোনদিন পিছুপা হননি। জীবনের কন্টকময় পথে এগিয়ে চলেছেন মনমোহিনী দেবী।

শিশু শ্রমিক হিসাবে পাচার হওয়া ন–দশ বছরের পাঁচ ছটি বাচ্চাকেও তিনি উদ্ধার করে তাদের বাড়ি ফিরিয়েছেন। 'কাকজল' পল্লী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে রাজ্য সরকারের সহায়তায় তিনি বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকে ও প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে নারী পাচার, শিশু শ্রম প্রভৃতি নানান অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে 'অ্যাওয়ারনেস' ক্যাম্প করে চলেছেন, 'বাসুলডাঙ্গা–পঞ্চগ্রাম' এলাকায় তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'অপরাধ জগৎ'এর সঙ্গে লিপ্ত মানুষজনদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল ছুট ছাত্রীদের নিয়ে অধ্যাপিকা সালেয়া বেগমের তত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ বিদ্যালয়ে 'রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের আওতায় তাদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে চলেছেন।

সমাজসেবা ও নারী শিক্ষা উন্নতির জন্য তিনি 'কবিরা দি ব্রাইট গ্লোরিয়াস সমাজসেবী সংগঠনের পক্ষে নানান সমাজ সচেতনমূলক ক্যাম্প করে চলেছেন, তিনি ওই সংগঠনের সভাপতিও বটে।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তিনি শুধু মেয়েদের

নিয়ে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজসচেতন মূলক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন, ওই দিন তিনি উদ্বোধন করবেন একটি পোলট্রি ফার্ম, এডুকেশনাল হাব ও বৃদ্ধাশ্রম।

তাঁর সমাজসেবার জন্য কলকাতার মহাজাতি সদনে রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি শ্যামল সেন তাঁকে সংবর্ধিত করেন।

নানান ব্যস্ততা ও প্রতিকূল পরিবেশের সত্ত্বেও নিরন্তর পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন। মনমোহিনী দেবী অবার অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীও বটে। তিনি অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে বাধা বিপত্তির মধ্যে পড়েছেন। রাজনীতি যেভাবে তাঁকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। ঠিক সেইভাবেই অসহায় মানুষদের পাশে থাকতে পিছপা হন নি কখনও। তিনি বলেন আজকের সমাজে যেভাবে নারীরা অবহেলিত হচ্ছেন, অপরাধের শিকার হচ্ছে, তাতে সমাজের সব মহলের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে, এর পাশাপাশি বলেন এই সকল ঘটনার পিছনে দারিদ্রতা ও অশিক্ষাই মূল কারণ। আর এই জন্যই মুখ্যমন্ত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন। আজ সারা বাংলার মেয়েরা এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত। বিশ্বের দরবারে এই প্রকল্প প্রশংসিত। মনমোহিনী বিশ্বাস কখনও রাজনীতির ময়দানে আবার কখনও সংসারে আবদ্ধ। সবকিছু মধ্যে থেকে তিনি আজকের দিনে ডাক দিলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তিনি সবাইকে আহ্বান করলেন।

বিশ্বায়নেও ব্রাত্য নারীর নিরাপত্তা

সোনামণি কুঁতি

মেয়েরা আকাশ ছুঁয়েছে কথাটা গর্বের কিন্তু সংখ্যাটা আদৌ নয়। সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে মেয়েরা অত্যাচারের শিকার। কিন্তু সেই যুগে অশিক্ষা আর কুসংস্কার গ্রাস করেছিল যার ছোবল থেকে মুক্ত আমাদের বর্তমান আধুনিক সমাজ। কি নেই এখানে জ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সবেতেই ভরপুর। তবুও এই সমাজ অক্ষম মেয়েদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গে। কারোর দ্বারা নিগৃহীত, নিপীড়িত না হয়ে সুস্থভাবে বাঁচার নিরাপত্তা। পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজই পুরুষের প্রাধান্য চালিত। মেয়েরা যেখানে অবদমিত। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও মেয়েরা অর্জন করেছে শিশুর অধিকার, ভোটাধিকার, সমবেতনের অধিকার। মহাকাশ পদার্পণকারী, মন্ত্রী, স্পিকার এমন কোন পদ নেই যেখানে মহিলাদের অবস্থান চোখে পড়ে না। উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, খুন, ভ্রূণহত্যা, ধর্ষণ গণমাধ্যমের এমন মুখরোচক বিষয়। নারীর নির্যাতন কোন সংক্ষিপ্ত বিষয় নয়। এর শিকড় অনেক গভীরে। আমাদের সুপরিকল্পিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পরিবারে যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয় অধিকাংশ মেয়েকে। কখনও এই নির্যাতনকারী পুরুষটি হয় তার নিকট আত্মীয়। তাছাড়া যে পরিবারের রক্ষাকর্তা পুরুষ সেই পরিবারেই হয় কন্যাভ্রূণ হত্যা বধূহত্যা, শিশুকন্যা হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ। এইভাবে বীজ ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। নারী নির্যাতনের অন্যতম হল বধূ নির্যাতন। বিশেষ করে পণের বলি হতে হচ্ছে প্রতিদিন হাজার হাজার মহিলাকে। এখানে জাত–পাত, শিক্ষিত–অশিক্ষিতের কোন ভেদাভেদ থাকে না। একজন দলিত নারী যেভাবে শ্বশুড়বাড়িতে অত্যাচারিত হন উচ্চবর্ণের নারীকেও সমভাবে অত্যাচারিত হতে হয়। প্রতি ৯০ মিনিটে একজন করে বধূকে পুড়িয়ে মারা হয়। প্রতি বছর ২,৫০০টি করে রিপোর্ট হয় বধূ পুড়িয়ে মারার ওপরে। আরে বা কি জিনিস! এরকম একটি জঘন্য উক্তির মুখোমুখি হতে হয় প্রত্যেক মেয়েকে। এটা ইভটিজারদের একটি সাধারণ ভাষা। অথচ যাকে এমন উক্তি করা হল লজ্জা বোধহয় তাকেই পেতে হয়। এই মাথা নিচু করে চলে যাওয়াটা যেন সব মেয়েরই কর্তব্য। আর প্রতিবাদের চরম দৃষ্টান্ত কি হতে পারে তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রাজীব হত্যা, বরুণের হত্যা, অরূপ মণ্ডলের হত্যার নৃশংস চিত্র।

সমাজে প্রশাসনের ক্ষমতা খুবই তুচ্ছ। এখানে ধর্ষক মুখ ঢাকে না। কেবল মুখ ঢাকে যে তাকে চরম অত্যাচারের শিকার হতে হল। যাকে অপরের যৌন লালসার শিকার হতে হল। নারী নির্যাতন, নারী লাঞ্ছনা আজও খবরের শিরোনামে সমাজের কামনা বাসনার ধন হিসাবেই তার পরিচয়। আমাদের সমাজ বড় আধুনিক এখানে ধর্ষিতার কোনও জায়গা হয় না। হয় তাকে এক ঘরে করে দেওয়া হয় নয় তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। ভ্রষ্টা আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্ষিতা কোন অন্য গ্রহের জীব নয় সে আমাদের সমাজের অতীত। সমাজের প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরো সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, সেখানে একজন নারী অকপটে তার ওপর হওয়া অত্যাচারের কথা স্বীকার করতে পারে। পার্কস্ট্রীট কাণ্ডের মতো আর কোন নারীকে যেন তার অভিযোগের ভিত্তিতে পরিহাস না করা হয়।

আমি একজন নারী—এই ভাবনায় নারী হিসাবে আফসোস না করে যেন গর্বের সাথে পরিচয় দিতে পারি আমি নারী।

কোমাগাটামারু শহিদ গঞ্জ–র আরও প্রচার দরকার

দীপককুমার বড় পণ্ডা

দাঁড়িয়েছিলাম মহেশতলা থানার সামনে। ওখানেই ছন্দা দি আসবেন বলেছিলেন। তবে নির্ধারিত সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছন্দা দি–র দেখা নেই। অথচ বহুক্ষণ আগে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছেন। বেরোনোর সময় ফোন করেছিলেন। সময়ের হিসেবে পৌঁছে যাওয়ার কথা। আমার সঙ্গী মহেশতলা থানার পুলিশ অফিসার নাসিম আলি বললেন, ওঁরা রাস্তা ভুল করেননি তো? বললাম, তা কী করে হয়? ছন্দা দি–র গাড়ির ড্রাইভারতো এই রাস্তা খুব ভালো চেনেন। তাও ফোন করলাম ড্রাইভারকে। উনি বললেন, 'এইতো থানার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।' বললাম,

– অ্যাঁ! থানার সামনে, মানে কোথায়?

– এইতো মেন গেটের কাছে।

– আমিওতো মেন গেটে দাঁড়িয়েছি।

নাসিম দা বললেন, কোন থানায় দাঁড়িয়েছেন ওঁরা? সেকথা জানতে চাইলাম।

– কেন, বজবজ থানার সামনে!

– আসার কথা ছিল মহেশতলা থানায়, বজবজ থানায় দাঁড়ালে হবে? একথা শুনে ড্রাইভার লজ্জা পেলেন। বললেন, এখুনি আসছি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওঁরা এসে গেলেন। নাসিম দা–কে বিদায় জানিয়ে চললাম, বজবজ পুরনো রেল স্টেশনে। এই স্টেশনটা এখন রেল–এর ইয়ার্ড অফিস। সেই অফিসের দেওয়ালে একটা পাথরের ফলক। ওতে লেখা, 'চিকাগো ধর্ম সম্মেলন প্রত্যাগত পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি বজবজ রেল স্টেশন থেকে কলিকাতা যাত্রা করেন।....' আরো অনেক কথা লেখা। গা–টা শিহরিত হল। খুব মন দিয়ে প্রত্যেকটা শব্দ খুঁটিয়ে দেখছি। শেষের দিকে ওটায় লেখা 'শ্রী গণেশ ঘোষ ভাইস চেয়ারম্যান বজবজ পৌরসভার উদ্যোগে বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।'

এতো হবেই, গণেশ বাবু উদ্যোগী মানুষ, তাঁর চেষ্টাতেই তো বিবেকানন্দর এখানে অবতরণের ঘটনাটা জানাজানি হয়েছে। বুঝলাম, এই পাথর বসানোতেও তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন। রেল–এর দু'জন কর্মী কথা বলছিলেন অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে। ফলকটা অনেক মনোযোগ নিয়ে দেখছি বলে হয়তো ঘরের ভেতর আসতে বললেন। এঁদের একজন ইয়ার্ড অফিসার। এখানকার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলাম, বিবেকানন্দ–র একটা ছোট মূর্তি। অফিসার বললেন, 'একটা বড় মূর্তি বসানোর জন্য ভাবা হয়েছে। কিন্তু আমাদেরতো টাকা নেই। কোনো সংস্থা স্পনসর্ড করলে ভালো হয়।' অফিসার ঘরটা ঘুরে দেখাচ্ছেন। তিনি বেশ অতিথিপরায়ণ। ইতিহাসেও আগ্রহ আছে। ভেতরটা দেখানোর পর বাইরে এলেন। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এখান থেকেই স্বামীজীর জন্য ট্রেন–এর টিকিট কাটা হয়েছিল।

যাওয়া আসার পথে পথে

ঘরটার সামনে অনেকগুলো গুডস ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এখানে রেল লাইনের সঙ্গে ঘরের দাওয়ার উচ্চতার খুব তফাৎ নেই। ইয়ার্ড অফিসার যুধিষ্ঠির বিশ্বাস বললেন, 'আমার অফিসে বসবেন চলুন। চা বলেছি।' তাঁর ঘরে ঢুকলাম। তিনি বেশ গর্বিত। বিবেকানন্দ একদিন যেখানে এসেছিলেন, তিনি আজ সেখানকার অফিসার। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তিনি আবেগপ্রবণ হন। কিন্তু, তাঁর আবেগ পৌঁছায়না কারোর হৃদয়ে। এখানে তাঁর কথা শোনার লোক কম। একটা লম্বা গুডস ট্রেন ধিকধিক করে চলতে শুরু করল। চলার আগে জোরে একটা শব্দ হল। একটা বগি আর একটার সঙ্গে ধাক্কা মারল। মনে হচ্ছে, যেন উঠোন দিয়ে রেল চলেছে। ইয়ার্ড অফিস থেকে এগিয়ে গেলাম নদীর দিকে। নদীর আগেই স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তাক্ত পটভূমি – কোমাগাটামারু শহিদ গঞ্জ।

কোমাগাটামারুর নানা কাহিনী শুনেছিলাম, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশচন্দ্র ঘোষ–এর কাছে। ছোট একটা ইতিহাস লেখা আছে পর্যটন দপ্তরের হোর্ডিং–এ। গণেশ বাবুরও বই আছে এই বিষয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) সময় ভারত এবং কানাডা ছিল ব্রিটিশদের পরাধীন। কানাডায় সেইসময় বেশ কিছু কঠিন আইন চালু ছিল। এরমধ্যে একটি হল ইমিগ্রেসান অ্যাক্ট। এই আইনের ফলে ভারতীয়রা কানাডা যেতে পারত না। এই আইনের বিরুদ্ধে গুরুদিত সিং নামে এক ভারতীয় প্রতিবাদ জানালেন। এই গুরুদিৎ জন্মেছিলেন পাঞ্জাবের অমৃতসরে।

প্রতিবাদ জানাতে গুরুদিত 'কোমাগাটা মারু' নামে একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে একদল শিখ যাত্রী নিয়ে কানাডার উদ্দেশে রওনা দেন। কানাডা পৌঁছানোর পর ওখানকার সরকার আইনের অজুহাত দেখিয়ে কোমাগাটামারু জাহাজকে আটকে দেয়। জাহাজ থেকে কোনো যাত্রীকে মাটিতে নামতে দেয়নি কানাডা সরকার। প্রায় দু'মাস জল–বন্দী অবস্থায় আটকে থাকেন জাহাজের যাত্রীরা। খাবার এবং পানীয় জল বন্ধ করে দেওয়া হয় তাঁদের। এই অবস্থায় কানাডা সরকারের বেশ কিছু যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধও করতে হয় তাঁদের। এইভাবে দু'মাস কাটার পর ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কোমাগাটা মারু জাহাজ ফেরৎ আসে বজবজে। এদিকে, বজবজ স্টেশনের কাছেই পাঞ্জাব মেল অপেক্ষা করছিল। ওই ট্রেনে পাঞ্জাবের বাসিন্দাদের জোর করে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। অনেকেই আপত্তি করেন, যেতে চান না। শুরু হয় জোরজুলুম। ইংরেজ সৈন্য গুলি চালায়। ওই গুলিতে মারা যান জাহাজের ৫০ জন মানুষ। বহু লোক আহত হন। কেউ কেউ প্রাণ বাঁচাতে এদিক ওদিক চলে যান। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কানাডা সরকারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই অত্যাচারকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নিহত শিখযাত্রীদের স্মরণে এখানে তৈরি হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ। আমরা এখন ওর সামনে দাঁড়িয়েছি। এটি শিখদের 'কৃপাণে'র আদলে তৈরি। ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি এর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ যুদ্ধের প্রধান নায়ক বাবা গুরুদিত সিং। ওঁর বয়স তখন ৯১ বছর। পরবর্তীকালে এখানে এসেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জৈল সিং সহ পাঞ্জাবের অনেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা। ২০১৩ সালে একশো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর শহিদদের সম্মানে বজবজ রেল স্টেশনের নাম হয়েছে 'কোমাগাটা মারু বজবজ'। এই বিষয়ে গণেশ বাবু অনেক উদ্যোগী ছিলেন।

খানিকটা দূরেই হুগলি নদী। নদীতে অস্তগামী সূর্যের ছায়া পড়েছে। ছায়া পড়েছে কোমাগাটামারু শহিদ গ'–এরও। কোমাগাটামারুর স্ম'তি প্রতিবছর নানাভাবে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেন স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষ গণেশচন্দ্র ঘোষ। কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কিন্তু তারপর? আমরা ভুলে যাই, ভিন রাজ্যের সেই মানুষগুলোর কথা, যাঁরা প্রতিবাদ জানাতে চলে গিয়েছিলেন এখান থেকে বহু দূর – কানাডা। এই মানুষদের ইতিহাসটা আরো বেশি করে জানার কথা ভাবি। চলতে শুরু করি। স্থানীয় বিদ্যালয়ের, কলেজের ছাত্র–ছাত্রীদের এখানে আসার কথা বলতে পারলে ভালো হবে। এই ভাবনা নিয়েই এগোতে থাকি। জায়গাটার আরো প্রচার দরকার।

মাঙ্গলিকী

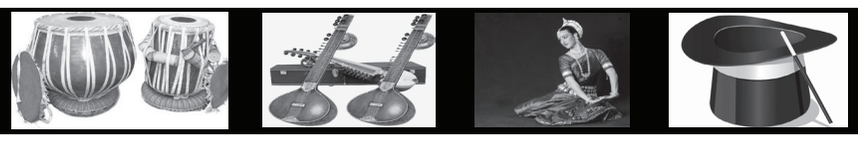

নজরুল স্মরণ সমৃদ্ধ সাহিত্য সভা

পশ্চিম পুটিয়ারী সাহিত্য সংগঠনের একটি মাসিক সভায় কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩৬। প্রথম পর্বে ছিল কাজি নজরুলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, আরও একবার নজরুল আলোকে নিজেকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা। বিবিধ নজরুল সঙ্গীতে যাঁরা আসরকে উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন গৌরী চ্যাটার্জী, বন্দনা দত্ত, দেবাশীষ মল্লিক, মিনু প্রধান প্রমুখ। 'কাজী নজরুল' ব্যক্তি মানুষ হিসাবে, আবার কবি, সঙ্গীত শিল্পী, সৈনিক হিসাবে তাঁর যে ব্যাপ্তি, সে সব বিষয়ে যাঁরা এদিন তথ্যপূর্ণ ভাষণে সময়কে আরও সমৃদ্ধ করে তুললেন তাঁরা হলেন সীমা গুপ্ত, বিনয় দত্ত, সুনীল গুহ, বুদ্ধদেব নাথ মজুমদার, দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সঞ্চালক তারাশঙ্কর দত্ত নানা জনের বিবিধ নজরুল–শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাঝে অসাধারণ নজরুল কেন্দ্রিক আরও তথ্য জানালেন। এদিন সভার দ্বিতীয় পর্বে যথারীতি রম্যরচনা পাঠে আসর জমালেন দেবপ্রিয় দে ও সুকুমার মন্ডল। প্রথম পর্বে অবশ্যই ছিল আরও নজরুল কবিতার আবৃত্তি, ছিল নজরুলের স্বরচিত কবি পাঠ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

হীরালাল চন্দ্র

২১শে ফেব্রুয়ারি (১৫) সন্ধ্যায় এ পি সি রোডের (রাজাবাজার) ''মিলন মন্দিরে'' ''ফেডারেশন হল সোসাইটির'' উদ্যোগে এবং দাউলাল কোঠারির পৌরোহিত্য ''মাতৃভাষা শহিদ দিবস'' উৎসব পালিত হয়। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক শম্ভুনাথ ও বিশ্বজিৎ সরকার। শেষে হিন্দি ভাষায় রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী পিউ বিশ্বাস। শ্রোতৃবৃন্দ শিল্পীর গান শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সঙ্গে তবলা, এসরাজ ও মন্দিরা বাজিয়ে মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন যথাক্রমে সঞ্জীব রায়, অরবিন্দ সেন ও বুদ্ধদেব সাধুখাঁ। এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জাতীয় স্তরে হিন্দি ভাষায় প্রচার, প্রসার, প্রাসঙ্গিক করে তোলা এবং অনুপ্রেরণা দেওয়া।

হাওড়ায় বসন্ত উৎসব

অমিত জানা

বসন্ত তাঁর চেনা চেহারা বিকশিত করে এই পৃথিবীকে রাঙিয়ে তুলেছে। বসন্ত মানেই রঙ, সে যেভাবে, যে ভাষাতে ব্যবহার করা হয় না কেন। এই সময় আম গাছের মুকুল জানান দেয় আজ বসন্তকাল। তাই এখন উৎসবের সময়। উৎসবটা বসন্ত উৎসব, আবিরে রাঙিয়ে দেবার পালা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কিংবা শান্তিনিকেতন সব জায়গাতেই পালিত হয় এই উৎসব। হাওড়া জেলার কোণা মিলনী সংঘের মাঠেও পালিত হল বসন্ত উৎসব। ঘুঙরু নৃত্য গ্রুপের ছাত্রছাত্রীরা আবির খেলা ও রবীন্দ্র নৃত্যের মাধ্যমে পালন করল এই উৎসব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পুরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য বিভাস হাজরা, কাউন্সিলার তিলকেশ মণ্ডল ও সুব্রত পোল্লে, আইনজীবী নির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালন করেন ঘুঙরু নৃত্য গ্রুপের স্রষ্টা প্রিয়াঙ্কা দালাল। অনুষ্ঠানটির সমস্ত শিল্পীরাই রবীন্দ্রনৃত্যের মাধ্যমে একে অপরকে রঙ মাখিয়ে দেন। যা হাওড়ার কোনা বেনারস মিলনীসংঘের ময়দান রাঙিয়ে তোলে। অনুষ্ঠানের পরিচালিকা প্রিয়াঙ্কা দালাল জানান, ''হোলির আগে আমরা বসন্ত উৎসব পালন করছি। যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কিংবা শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব হয়, সেই আদলেই আমরা এখানে বসন্ত উৎসব পালন করছি। হাওড়াতে আগে এই পরিবেশটা ছিল না। জোড়াসাঁকো কিংবা শান্তিনিকেতনের মতো পরিবেশ আমরা এখানে তুলে ধরেছি। এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন সঞ্চালিকা ঝুমা চট্টোপাধ্যায়।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

সায়াহ্নে

(শীত সংখ্যা ১৪২১) (প্রধান সম্পাদক – বিনয় দত্ত) ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের প্রাচীন ভারতে নগরায়ন নিবন্ধটি সুলিখিত, আরও একটু বিস্তৃত হলে পারত না কি ! এই সংখ্যায় বেশ কটি গল্প স্থান পেয়েছে এবং তার মধ্যে বিনয় দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য উল্লেখের দাবি রাখেন। বিনয় দত্তের পেনশন গল্পের শেষটায় মেলোড্রামার আধিক্য গল্পটির শেষাংশ কিছুটা মন্থর করেছে। পুরানো দিনের চিন্তাধারায় অভ্যস্ত শ্বশুর–কে এ–যুগের সংসারে নিত্য–ব্যবহার্য যন্ত্রের সঙ্গে মেলানোর প্রয়াস রয়েছে মুকুল মাইতির গল্পে, কিন্তু তার জন্য গল্পটিকে এত–টা দীর্ঘ করা কি এড়ানো যেত না ! বিধান সাহার কবিতাটি মুখরক্ষা করেছে। (পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা – ৭০০০৯৩)

শব্দের ঝংকার

(জানুয়ারী–মার্চ ২০১৫) (সম্পাদক – সুনীল মুখোপাধ্যায়) – ৩৬ বছর চলছে। প্রসেনজিত ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দ দাস ও তাপস চট্টোপাধ্যায়ের গল্প কটি চমৎকার। কবিতায় বিভাগটি বেশ সমৃদ্ধ। নিছক সংখ্যায় নয়, কবিতার মান যথেষ্ট আশা জাগায়। আরতি দে, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিতা সিনহা, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত দত্ত, দেবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা), অম্বালিকা পালচৌধুরী, প্রশান্ত মাইতি প্রমুখেরা ভালো কবিতা লিখেছেন। বিশ্বমানবতা বোধের আলোকে কিছু ভাবনা (অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) বড়ই সংক্ষিপ্ত, আরও কিছুটা বিস্তৃতির পরিসর কি ছিলনা। এদিকে ১৩ ও ১৯ পাতা দুটি সাদা রয়ে গেছে, যা আগোছালো সম্পাদনার ইঙ্গিত দেয়। শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক সংবাদ পরিবেশন অত্যন্ত সাধু বাদ। এই জরুরি কাজটাকে বেশীর ভাগ পত্রিকা এড়িয়ে চলে। (সালকিয়া, হাওড়া–৭১১ ১০৬। ফোন ৯৮৩০৩১৯৮২১)।

আমার ভুবন

(অজিত সাহা) (প্রকাশক – আনন্দম্ পূর্বপুটিয়ারী, কলকাতা–৯৩ | মুল্য ১০০ টাকা) লেখকের এটি প্রথম উপন্যাস, ইতিপূর্বে ওঁর ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। ১২০ পাতার এই উপন্যাসের কাহিনী কিন্তু কোনও নতুনত্বের নমুনা দেয় না। গ্রামের সরল মেয়ের পাকেচক্রে বাইজী হওয়ার কাহিনী বহু–ব্যবহৃত। নায়ক নবীন জীবনের স্রোতে বহু পথ ঘোরে, নানান চরিত্রের সাথে চেনাজানা হয়। ফলে কাহিনী এগিয়েছে বেশ স্বাভাবিক গতি–তে। প্রায় ভবঘুরে নবীনের জীবনেও নারী (নন্দিনী) এসেছে।

সেখানে সামান্য টানা–পোড়েনের পরে নায়কের জীবনে নন্দিনীর অধিষ্ঠান হল, সব মিলিয়ে বই–টি পড়তে মন্দ লাগবে না। মধুরেণ সমাপয়েত পাঠকদের মধ্যে এক ধরণের সেকেলে তৃপ্তি এনে দেয় বটে, কিন্তু এই পর্বের ঘটনাবলী অতি–তরলীকৃত নয় কি! লেখক গল্পের সময়কালের উল্লেখ প্রায় উহ্য রেখে গেছেন অথচ এই ধরণের পরিক্রমা–মূলক কাহিনীতে অনেক সময়ে সময়–ই এক বিশেষ চরিত্র হয়ে ওঠে! বইটির অনেক জায়গায় ড় ও র–এ বিভ্রান্তি রয়ে গেছে, রয়েছে বহু অবাঞ্ছিত চন্দ্রবিন্দু ! যেমন, ...নবীন ঘাঁড় নেরে বলে ..(পৃ ৬৩) হবে ঘাড় নেড়ে, ...মারিয়াকে আনাজ কঁটে দেয়, চাল ধুঁয়ে দেয় ...(পৃ ৭৫) হবে আনাজ কেটে দেয় চাল ধুয়ে দেয় .. ইত্যাদি। বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর, কাহিনীর অনুসারী হয়েছে।

● গ্রন্থকীট

মহসিন কলেজে পুনর্মিলন উৎসব

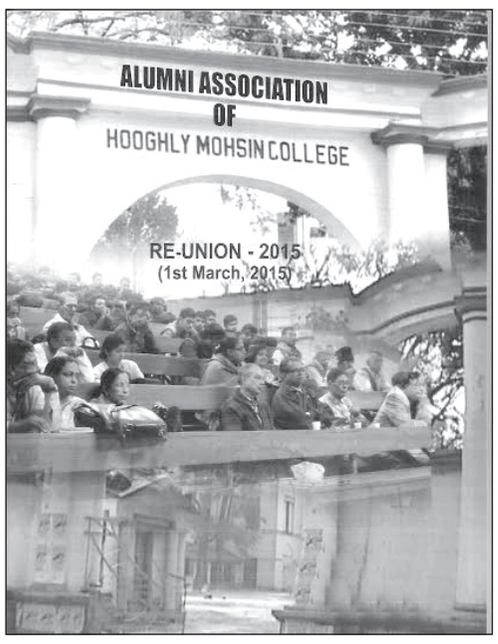

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : সুপ্রাচীন এই হুগলি মহসিন কলেজে বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল গত ১ মার্চ। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হুগলি মহসিন কলেজ। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যক্তিত্ব দানশীল হাজি মহম্মদ মহসীন। এদিন কলেজের বর্ষীয়ান যাদের বয়স কমপক্ষে ৬০–এর উর্দ্ধে সেই প্রাক্তনীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা আবার বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এদিন অনুষ্ঠানে নবনীতা গাঙ্গুলীর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে সূচনা হয়।

এই কলেজের প্রাক্তনীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন দে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পবিত্র গুপ্ত, অধ্যাপক নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি–চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান অমিত রায়, ইতিহাসবিদ রাধারমন চক্রবর্তী, ইতিহাস লেখক চন্দ্রকুমার দে প্রমুখ। সংগঠনের সম্পাদক ডঃ মোহন লাল ঘোষ বলেন। এই মহসিন কলেজ থেকে প্রতিবছর পাশ করে ছাত্রছাত্রীরা চলে যাচ্ছে। কিন্তু সদ্য তরুণ যুবক ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে আসছেন না। এর পরবর্তী পর্যায়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ও সংবাদ মাধ্যমে যাতে খবর দ্রুতগতিতে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ব্যবহারের কথা বলেন। যথার্থই উল্লেখযোগ্য মোহনলাল বাবু এই কলেজেই অধ্যাপনা করেন নামমাত্র ১ টাকার বিনিময়ে ১৮০ বছরের পুরানো ঐতিহ্য রয়েছে কলেজে। সব বিষয়ে রীতিমতো পড়ানো হয়। এমনকি আইনবিভাগ রয়েছে। এই কলেজে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, প্রমথ নাথ মিত্র, বিপ্লবী কানাই লাল দত্ত, গীতিকার শ্যামল মিত্র, রাখাল দাস মজুমদার, কারুচন্দ্র রায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা ও জোড়াফুল সাংসদ তাপস পাল, সিপিএম সাংসদ ও অধ্যাপক রূপচাদ পাল, প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছাত্র ছিলেন। এদিন কলেজের প্রাক্তনীরা একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন। হুগলি জেলায় এখনও একটি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এই হুগলি মহসিন কলেজকে তাই সেই মর্যাদা প্রদান করা হলে সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। সকল প্রাক্তনীরা বক্তব্য প্রকাশ করেন।

বর্ধমান রাজাদের অপূর্ব স্থাপত্যকীর্তি

সীমানা ছাড়িয়ে

১০৮ শিব মন্দির

কুনাল মালিক, বর্ধমান

দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়ে কোনা হাইওয়ে ধরে শক্তিগড় ফেলে পানাগড়ের ঠিক আগে রাস্তার ডানদিকে নবাবহাট মোড় ফেলে সিউড়ি রোড ধরে কয়েক মিনিট এগোলেই রাস্তার ডানদিকে পড়বে বর্ধমান রাজপরিবারের অপরূপ স্থাপত্যকীর্তি ১০৮ শিব মন্দির। অনেক পর্যটকই তারাপীঠ–শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে ১০৮ শিব মন্দির দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন। মন্দিরের সুদৃশ্য গেটের পাশে গাড়ি পার্কিং–এর ব্যবস্থা আছে। তার জন্য অবশ্য টাকা লাগবে। মন্দিরে ঢোকার জন্য কোনো প্রবেশমূল্য নেই। জুতো খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। বর্ধমান রাজপরিবারের এই ১০৮ মন্দির কালের ভারে জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট সংস্কার করে নবরূপে সাজিয়ে তোলে। এই ১০৮ শিব মন্দিরের নেপথ্য এক কাহিনী আছে। একদা বর্ধমানের নবাব হাটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মন্বন্তরে প্রজারা দারুণ দুর্ভোগে পড়েন। সে সময় মহারাজ তিলক চাঁদের মৃত্যু হয়। বিধবা মহারানী বিষান কুমারীর সাথে ইংরেজদের চরম বিবাদ বাঁধে। ভক্তিমতি রাণী দৈব অনুগ্রহে সব বিপদ কাটিয়ে প্রজাদের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দেন। সে সময় রাজাধিরাজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন।

১৭৮৮ সালে রাণী বিষাণকুমারী জপমালার ১০৮টা কুঁড়ির মতো ১০৮টা অপূর্ব শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ–বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এই ১০৮ শিব মন্দির। কালের গহ্বরে এই শিবমন্দির ধ্বংস হয়ে গেলে ১৯৬৫ সালে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট মন্দিরের সংস্কার করে। ১৯৭৪ সালে রাজপরিবারের উদয় চাঁদ এক ট্রাস্ট কমিটি গড়ে দেন। ওই ট্রাস্টই এখন মন্দিরের দেখভাল করে। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতর ৪৪.২২ লক্ষ টাকা এই মন্দিরের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করে। মন্দিরের সামনে ওই টাকায় পার্কিং জোন, মন্দিরের পিছন দিকে তিনটি পিকনিক হাট এবং ভিতরে দুটি পুকুর সংস্কার করা হয়েছে। স্থায়ী যাত্রী নিবাস ও শৌচাগারেরও ব্যবস্থা আছে। ভিতরে যজ্ঞ করার বিশাল জায়গা করা হয়েছে। শিবরাত্রিসহ বিশেষ দিনে পুজো ও হোমযজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

ওঁ উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা, মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসা...

আমরা প্রাত্যহিক জীবনে দেখি কোন মানুষ খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির, কেউ খুব রাগী আবার কেউ মারকুটে। কেউ ভাল কাজ করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে। কেউ নিজের আরামের কথা চিন্তায় ব্যস্ত, আবার কেউ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত এগুলি কেন হয়—এমন বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন—ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

জীব মাত্রেই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। এই তিনটি গুণ বা স্বভাব মানুষকে সারাজীবন পরিচালিত করে। এই গুণগুলি কোন্ জীব কোন্ স্বভাবের হবে কোন্ প্রকৃতির হবে তাও বুঝিয়ে দেয় এবং বলে দেয় যে ওই জীবটি দেবতা, না রাক্ষস, না মানুষ হবে। এই তিনটি গুণ হল সত্ত্ব গুণ, রজো গুণ আর তমো গুণ—এই গুণগুলি জড় দেখে অবস্থান করে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। এই গুণগুলি নিয়ে আমরা আলোচনায় যাব।

সত্ত্বগুণ—তিনটি গুণের মধ্যে সবচেয়ে নির্মল পবিত্র ও শুদ্ধ গুণ। এই গুণে গুণান্বিত জীব মাত্রেই সুখ, শান্তি ও প্রকৃত জ্ঞানে জীবকে আবদ্ধ করে। আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি সেগুলি আসে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়— চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক (চামড়া) এছাড়া— পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আছে হাত, পা, উদর, পায়ু ও উপস্থ—এই সকল ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। যে ব্যক্তি সত্ত্ব গুণে অধিষ্ঠিত—তার ইন্দ্রিয়গুলি সকল বস্তুর মধ্যে নির্মলতা পবিত্রতা ও ভাল বিষয় দেখে। খারাপ বস্তুর মধ্যেও তিনি ভাল জিনিস গ্রহণ করেন ও সুখে বাস করেন। তিনি অন্তরে ও বাহিরে সদাই পবিত্র থাকেন।

এরা নিরামিষ আহার করে। সংযমী অবৈধ যৌন সঙ্গ বর্জন করে। কোনও নেশা বা জুয়া খেলায় মত্ত হয় না। এই গুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্ত হন। মনের দিক থেকে নির্মল ও পবিত্র হন। এরা মনে প্রাণে অসৎ কর্ম থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করতে চায়। জড় ভোগ বাসনার পিছনে ছুটে বেড়ায় না। শারিরীক ও মানসিক দিক থেকে খুবই সুখে থাকে। সত্ত্ব গুণের লক্ষণ— সে লোভী হবে না লোভের বশবর্তী হয়ে সে অন্যায় কাজ করবে না। এরা নির্ভীক ও পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন করেন। আত্মসংযমী ও দাতা হয়। অহিংসা, সত্যবাদিতা জীবে দয়া প্রভৃতি গুণে ভূষিত হন। সাত্ত্বিক লোকে মৃত্যুর পর উচ্চতর গ্রহলোকে গমন করেন ও সেখানে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। সে কথা ভগবান গীতায় বলেছেন—১৪/১৪

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।।

রজোগুণ— এই গুণের ব্যক্তিরা প্রচণ্ড রাগী হয়। জড় জগতের ভোগ বাসনার তৃষ্ণা ও আসক্তি প্রবল হয়। তার ফলে তারা সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে। রজোগুণ প্রবল হলে মানুষ লোভী হয়, সকাম কর্মে খুব উদ্যম নেয়। ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বাড়ি, গাড়ি একাধিক সুন্দরী স্ত্রী প্রভৃতির আকাঙ্খা করে। তার কামনার আগুন কখনও নিবৃত্ত হয় না। ফলে নিজেকে আরও দুঃখের অনলে নিমজ্জিত করে। রজোগুণী সদাই রাজসিক কর্মে ব্যস্ত। জড় সুখের জন্য ব্যস্ত। দুর্দমনীয় লোভ ও ভোগ স্পৃহা তাকে সদা ব্যস্ত রাখে পরিনামে সে কেবল ক্লেশ পায়। একটুখানি মানসিক ও দৈহিক সুখের নেশায় মত্ত হয়ে বিপুল দুঃখকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। রজোগুণ মানুষকে বারে বারে সংসারের চক্রে নিক্ষেপ করে ও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির কবলে পড়তে থাকে। কিছুতেই সে সুখ খুঁজে পায় না। কারণ তার আকাঙ্খার আগুন মনের ভিতর জ্বলতেই থাকে। আজ এটা চায় তো কাল আরেকটা চায়, এভাবে আকাঙ্খার আগুন বয়ে বেড়ায়। রজোগুণী নিজেকে রাজা ভাবে।

তমোগুণ— অজ্ঞানজাত গুণকে তমোগুণ বলে। এই গুণের মানুষরা খুব অলস প্রকৃতির হয় কোনও কাজের উৎসাহ থাকে না— সদা নিদ্রায় থাকলে ভাল লাগে। তামসিক ব্যক্তিরা কোন বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা কার্য করতে চায় না। নিজের খেয়াল খুশীমত উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে আচরণ করে। সে নিজের ভালও করে না বা অপরের ভালর কথা ভাবে না। তার সকল কর্ম তাকে দুঃখের কারাগারে ফেলে দেয়। মায়া ও মোহদ্বারা আবৃত থাকার ফলে পশুর মত জীবন যাপন করে। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ছাড়া

জীবনের কোন লক্ষ্য তার কাছে থাকে না। তারা মনে করে এই জগৎ ঈশ্বর শূন্য, একটাই জীবন কাম ছাড়া জীবনের কোন কাম নাই। এই সকল ব্যক্তিরা, সুরাপান, অবৈধ যৌন ভোগ ও জীব হত্যা করে আনন্দ পেতে চায়। তাই মৃত্যুর পর এদের নরকগামী হতে হয়।

তিনগুণের ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর কোন লোকে অবস্থান করবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তার ব্যাখ্যা করেছেন ১৪/১৮

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসা।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসা।।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি রাজসা— সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যেহেতু সংযমী ব্রত অবলম্বন করেছেন ভগবৎ সেবার আয়োজন করেন, অন্যের সুখের জন্য, দান, জলসত্র, অন্নক্ষেত্র বৃক্ষ রোপনের মত নানান শুভ কর্ম করেন তাই মৃত্যুর পর স্বর্গাদির মত উচ্চলোকে গমন করেন।

মধ্যে তিষ্টান্তি রাজসা— আসক্তি, ভোগ বাসনায় লিপ্ত, কিভাবে আরো ভোগ করা যায় এইরূপ বাসনার ফলে তারা বারে বারে এই মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এবং কামনা বাসনার ইচ্ছানুযায়ী পরজন্মে দেহ ধারণ করেন। ভগবান গীতায় বলেছেন—

যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম।/
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।

অন্তিম কালে মানুষ যে ভাবনা নিয়ে দেহত্যাগ করে, তিনি সেইভাবে জন্ম লাভ করেন।

রাজা ভরত মৃত্যুকালে হরিণ শিশুর কথা চিন্তা করে পরের জন্মে হরিণ হয়ে জন্ম লাভ করেছিলেন।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ

যে সকল ব্যক্তি তমোগুণের অধিকারী অলস ও নিদ্রা প্রিয়। অপরকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পায়; জঘন্য, নিন্দনীয় কাজ করে এরা জীবন কাটায়। এই সকল ব্যক্তিরা সমাজে নিন্দনীয়ভাবে পরিচিত। এরা মৃত্যুর পর পশুযোনি বা অন্য কোনও অধঃ যোনিতে জন্মলাভ করে। যদি অন্তিম কালে নিজের পাপের অনুতাপের ফলে, কিছু ভাল কাজ করে তবে মনুষ্য জন্ম পাবে। কিছু পরের জন্মে রোগ ব্যধি দুঃখ তার সারা জীবনের সাথী হবে।

তাই আমাদের সবার উচিত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে, সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করে শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মের অনুষ্ঠান করা। যাতে আমরা মৃত্যুর পরে জন্মে সুখে বাস করতে পারি। এখন প্রশ্ন হল শাস্ত্র বিহিত শুভ কর্ম কোনটি?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কর্মের নানান দিক ব্যাখ্যা করেছেন—ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম করা হয় সেগুলি শাস্ত্র বিহিত কর্ম। নিজের ভোগের জন্য কর্মগুলি অশাস্ত্রীয় ও তা মানুষকে দুঃখের আগুনে নিমজ্জিত করে।

কর্মানুষ্ঠানের ফল স্বরূপ তিনটি লোকের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র বিধান দিয়েছেন—সাত্ত্বিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা, স্বর্গলোক বা উচ্চলোকে জন্মগ্রহণ করে সুখে অবস্থান করে— রাজসিক ভাবসম্পন্নরা মৃত্যুলোকে বা পৃথিবীলোক বারে বারে জন্মগ্রহণ করে সুখ–দুঃখের মধ্যে অবস্থান করে। আর তামসিক ব্যক্তিরা নরকলোক বা নিম্ন যোনিতে জন্মলাভ করে বা দুঃখের মাঝে, কষ্টের মাঝে, জীবন কাটায়।

এই তিন গুণের অতীত আর একটি অবস্থা আছে যাকে বলা হয় ত্রিগুণাত্বিকা। সেটা এক বিশেষ অবস্থা যা প্রাপ্ত হলে মানুষকে এই তিনলোকের উপরে এক লোক যেখানে স্বয়ং ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করা যায়, বৈকুণ্ঠলোক। কুণ্ঠাহীনভাবে সুখের স্বর্গলোকে অনন্তকাল সেখানে বাস করা যায়। সেই অবস্থা সম্পর্কে ভগবান গীতায় ১৪/২৩–২৫ শ্লোকে বিশদ বর্ণনা করেছেন। সেখানে ২৪ শ্লোকে ভগবান বলছেন

সম দুঃখ সুখ স্বস্থ সমলেষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন।
মান অপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্ররিপক্ষয়ো—

যিনি সুখ–দুঃখে সমভাবাপন্ন, যিনি মাটির ঢেলা ও সোনার মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন না—প্রিয়ও অপ্রিয়, মান, অপমান, নিন্দা, স্তুতি সমস্ত বিষয়ে সমদৃষ্টি রাখেন তিনি গুণাতীত বলে কথিত হন। কিভাবে এই অবস্থা লাভ হয়? এই অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব যখন— কারও সকল কর্ম ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকে। ভক্তি যোগের দ্বারা ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে ওই রকম গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছানো যায় অন্য কোন ভাবে সম্ভব নয়। ভক্তি যোগে ভগবানের সেবার মাধ্যমে অক্ষয় আনন্দও স্বর্গসুখ লাভ করা যায়। ভগবানের সেবা কিভাবে করবেন সেই বিষয়ে পূর্বের অনেক সংখ্যায় বলেছি। তা আবার বলছি— প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের যা বলেছেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চনং, বন্দনং দাস্যম সখ্য আত্মনিবেদনম্।।

এই ভাবে ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করলে ত্রিগুণাতীত হয়ে নিজেরা অনন্ত সুখ লাভ করতে পারি।

আপনার কর্ম সকল যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত হয় তবে কর্মের ফল আপনাকে গ্রহণ করতে হবে না— সেটা কিভাবে সম্ভব? আপনি অর্থ উপায় করছেন যদি ভাবেন ওই অর্থ দিয়ে আপনি ভগবানের সেবার জন্য ফল, ফুল ইত্যাদি কিনবেন এবং তা ভগবৎ সেবায় লাগাবেন। বাজারে গিয়ে খাবার জন্য যা ক্রয় করলেন যদি ভাবেন ওইগুলি ভগবৎ সেবায় লাগাবেন ও পরে খাবেন— তাহলে ওই অন্ন প্রসাদে পরিণত হবে— ওই অন্ন ভোজনের ফলে কোনও দুর্ভোগ পোয়াতে হবে না। এইভাবে আমাদের সংসারের সকল কর্ম যদি ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে কৃত হয় তাহলে কর্মের কোনও ফল যেমন সুখ/দুঃখ কোনওটাই আপনাকে ভোগ করতে হবে না আপনি চিন্ময় ও অতিন্দ্রিয় আনন্দের রাজত্বে বাস করবেন। গীতা ১৮/৫৪

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি।
সমং সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তি লভতে পরাম্।।

যিনি সদা প্রসন্ন চিত্ত, কোন কিছুর জন্য শোক করেন না কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর জ্ঞানে সমান ভাবেন তিনি ভক্তি লাভ করেন এবং তিনি চিন্ময় আনন্দে জীবন কাটাবেন।

কান ঘেঁষে জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬৫ বল বাকি থাকতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থাকা পাকা করল ভারত। যদিও টানটান উত্তেজনায় ভরপুর এই ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটিংকে প্রথমবারের জন্য কড়া পরীক্ষায় ঠেলে দিয়েছিল ওয়াকার গতিশীল পিচ। শেষপর্যন্ত ভারত অধিনায়ক ধোনি (৪৫ অপরাজিত) রুখে দাঁড়ানোয় সহজ জয় পেল টিম ইন্ডিয়া। গোড়ায় শিখর ধাওয়ান এবং রোহিত শর্মা দলের মাত্র ১২ রানে ফিরে যাওয়ার পর অনেকের মনেই দাগ কাটছিল অস্ট্রেলিয়া–নিউজিল্যান্ড ম্যাচের স্মৃতি। পরের দিকে বিরাট কোহলির ৩৩ কিংবা সুরেশ রায়নার ২২ রানও নির্ভরতা জোগাতে পারেনি ভারতকে। এই সময়ই ঠান্ডা মাথায় নিজের কাজ সম্পন্ন করেন ক্যাপ্টেন কুল। একদিকে বিরাট যখন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আস্ফালন করে সংবাদ শীর্ষে আসছেন তখন ফের নিজের দক্ষতা তুলে ধরলেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ধোনি।

ধোনিবাহিনীর এই জয়ে আরও একবার অবদান রাখলেন ভারতীয় পেস অ্যাটাকের সেরা অস্ত্র মহম্মদ সামি। বিপদজনক হতে থাকা ক্রিস গেইল সহ ৩ টি উইকেট নেন তিনিও। ম্যান অফ দ্য বাছতেও তাই দ্বিধা হয়নি নির্বাচকদের। সামিকে যোগ্য সঙ্গত করেন তাঁর পার্টনার উমেশ যাদব। বস্তুত সামি–যাদবের দাপটে ম্যাচের শুরুতেই ছিটকে যায় ক্যারিবিয়ানরা। জেসন হোল্ডারের পালটা লড়াইয়ে কোনওমতে ১৮২ রান তুলতে সমর্থ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নাহলে ভারতীয় বোলারদের তীব্র আক্রমণে ১৫০ রান তোলাও কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই ম্যাচে জয় পেয়ে শীর্ষে থেকে নিশ্চিন্ত হলেও যেভাবে ক্যাচ গলিয়েছে ভারতীয়রা তা চিন্তা বাড়াবে ধোনির। বিশেষ করে নক আউট পর্বের আগে।

দীপকে ঘিরে স্বপ্ন রাজ্য জিমন্যাস্টিক্সে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ঝাঁক ছেলে মেয়ের মধ্যে ওকে চিনে নিতে একটুও অসুবিধে হয়নি। কারণ ব্যান্ডেল সাহাগঞ্জে ছোট ছেলেটি এসেছিল ওঁর বন্ধুর কাছে। তারপর নার্সারি জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা দেখতে আসে। সেখানেই পরিচয় হল বাংলার জিমন্যাস্টিক্সে এই মুহূর্তে উজ্জ্বল নাম উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের দীপ রায়ের সঙ্গে। বয়স ১৫ বছর। দীপ সুকান্তনগর বিদ্যানিকেতন স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। যখন তার চার পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁর মা জিমন্যাস্ট করার স্বপ্নে শ্যামনগর ব্যায়াম সমিতি ক্লাবে ভর্তি করে দেন তাকে। সেই জিমন্যাস্টিক্সে হাতে খড়ি। আজ মায়ের সেই স্বপ্ন কিছুটা হলেও সফল করেছে দীপ। ২০০৯ সালে উত্তবঙ্গের মালদহ স্কুল ন্যাশানাল নার্সারিতে চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগতভাবে সোনা পায়। ২০১০–এ চেন্নাইয়ে অনূর্দ্ধ ১০এর ওপেন ন্যাশনালে ফ্লোর এক্সাসাইজে তৃতীয় হয়ে

ব্রোঞ্জ অর্জন করে। ২০১১–এর বাংলার হয়ে মুম্বাইয়ে থানেতে স্কুল ন্যাশনালে যায়। যদিও সেখানে আশানুরূপ ফল হয়নি। এরপর ২০১২তে হায়দ্রাবাদে ওপেন ন্যাশনাল জাতীয় স্তরে অসাধারণ কৃতিত্বের নজির গড়েছেন। তাঁর বাবা পিন্টু রায় চৌধুরী ব্যারাকপুর থানায় পুলিশে চাকরি করেন। মা ঝুমা সরকার রাজ্য ও জাতীয় স্তরের জিমন্যাস্ট ছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় দীপের জিমন্যাস্টিক্সে আসা। ওঁরা দুই ভাই, ছোট রহিত, বাড়ি শ্যামনগর মিলন গড়। এই মহুর্তে রাজ্যের সেরা জিমন্যাস্ট ক্লাবগুলির মধ্যে অন্যতম শ্যামনগর ব্যায়াম সমিতি। এখান থেকেই অনেক প্রতিভা উঠে এসেছে। ইতিমধ্যেই দীপ সাইতে বর্তমান কোচ পার্থ প্রতিম ব্যানার্জীর কাছে অনুশীলন করছে। সে চলতি বছরের মরশুমে উত্তর চব্বিশ পরগনার বেলঘরিয়ায় অনুষ্ঠিত সাব জুনিয়র বালক বিভাগে স্কুল ন্যাশনালে ফ্লোর এক্সাসাইজে ব্রোঞ্জ জয় করে। দীপের এখন একটাই লক্ষ্য সিনিয়র দলে জায়গা করে নেওয়া।

নার্সারিদের জিমন্যাস্টিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ম হুগলি জেলা ভিত্তিক নার্সারি জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতা দু'দিন ধরে (২৮ ফেব্রুয়ারি – ১ মার্চ) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ব্যবস্থাপনায় ছিল ব্যান্ডেল সাহাগঞ্জ ব্যায়াম সমিতি। এই জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত। এতে ৬ থেকে ৯ বছরের ছেলে মেয়েরা অংশ নেয়। হুগলি জেলা জিমন্যাস্টিকস এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাস চৌধুরী জানান, ছেলেদের ৪টি ইভেন্টের মধ্যে পামেলা হর্স, ফ্লোর এক্সাসাইজ, প্যারালাল বার, টেবিল ভল্ট, অন্যদিকে মেয়েদের বিম, ফ্লোর এক্সাসাইজ, টেবিল ভোল্ট–এ ২০০ জন খুদে ছেলে মেয়ে সারাদিন ধরে নানা কসরত করে। এদের প্রতিভার অভাব নেই। আত্মবিশ্বাসেরও ঘাটতি নেই। শুধু একটু সরকারি এবং সহানুভূতিশীল মানুষের সাহায্য দরকার। যার ওপর ভর করে এরা তারকা হতে পারে।

সুন্দরবনে রাজ্য হ্যান্ড বল

বিশ্বজিৎ পাল :

রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার গোলকুঠি ময়দানে জেলা হ্যান্ডবল

অ্যাসোসিয়েশন ও ক্যানিং বৈশাখীর আয়োজনে একদিনের সিনিয়র রাজ্য পুরুষ ও মহিলা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। প্রতিযোগিতায় পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা জেলা সহ প্রায় সব জেলার ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়। চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং রানার্স নদিয়া জেলা। পুরুষদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয় কলকাতা পুলিশ এবং রার্নাস উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের শ্যামল মণ্ডল, ক্যানিং থানার ও.সি সতিনাথ চট্টরাজ, মাতলা–১ প্রধান তপন সাহা প্রমুখ। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন সুন্দরবনে এই প্রথম পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সিনিয়র রাজ্য হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা ক্যানিং গোলকুঠি ময়দানে অনুষ্ঠিত হল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সুন্দরবনে চালু হয়েছে সুন্দরবন কাপ। বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় সুন্দরবনে খেলাধূলার পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছিল। ফলে বহু প্রতিভা অকালে ঝড়ে যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবনের বার্ষিক উন্নয়নে যেভাবে নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তাতে সুন্দরবনে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। আগামী দিনে সুন্দরবনের ছেলে–মেয়েরা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে খেলাধূলার সুযোগ পাবে। তারা বাংলা ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

এদিন চ্যাম্পিয়ন ও রার্নাস দলগুলিকে ট্রফি তুলে দেওয়া হয় এবং খেলোয়ারদের পুরস্কৃত করা হয়। এই খেলায় সাধারণ মানুষের ভিড় ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দক্ষিণ ২৪ পরগণা মহিলা বিভাগে ১২–২ গোলে জয়ী হয় এবং কলকাতা পুলিশ ২১–১৩ গোলে জয়ী হয় ফাইনাল খেলায়। পুরুষদের মধ্যে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন প্রদীপ বিশ্বাস।

মহমেডানের অন্ধ সমর্থক নুরের ফুটবল চল্লিশা

পার্থসারথি গুহ

এও এক ধর্ম পালন। রীতিমতো নিষ্ঠা সহকারে প্রিয় দলের মুখ চেয়ে ভগবানের দরবারে পড়ে থাকেন তিনি। নিজ খরচায় আজমের শরিফ চলে যান দলের মঙ্গলার্থে। আবার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা থাকলে সটান হাজির হন মাঠে। দল খারাপ খেললেও দমেন না তিনি। বরং পরের ম্যাচে সাদা–কালো শিবির ভালো খেলবে এই আশা বুকে নিয়ে হাপিত্যেশ করে বসে থাকেন। দক্ষিণ কলকাতার আনোয়ার শাহ রোডের কাছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঘড়িঘর অঞ্চলে বেড়ে ওঠা শেখ নুর মহম্মদের। বাস্তব জীবনে তাঁর কাছে ফুটবলই প্রধান ধর্ম।

আর মহমেডান হল তাঁর উপাসনার বিষয়। এ নয় তিনি ধর্মপ্রাণ নন, কিংবা নাস্তিক। বরং আর পাঁচটা মুসলিম যুবকের মতো নিয়মিত পাঁচবার নমাজ পড়েন নুর। তাও যদি ফুটবলের উন্মাদনার কথা ওঠে তা হলে বোধহয় তিনি ছাপিয়ে যান অন্যদের। এ নয় যে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সমর্থক কম। ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের সঙ্গে পাল্লা দেন সাদা কালো সমর্থকরা। তাও নুরের মতো সমর্থক বোধহয় কলকাতার কোনও দলেই দেখা যাবে না।

বলা যেতে পারে এক পাগল সমর্থক তিনি। যে সমর্থনে কোনও স্বার্থসিদ্ধি বা ধান্দা নেই। আছে শুধু ভরপুর আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস। বস্তুত কলকাতায় বা এদেশে ফুটবল বা ক্রিকেটে অনেক পুরস্কার দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু সমর্থকদের পুরস্কৃত করার কোনও সংস্কৃতি এদেশে নেই। থাকলে নিঃসন্দেহে শেখ নুর এতদিনে কলকাতার সেরা ক্রীড়ামোদী বা ফুটবল সমর্থকের শিরোপা পেতেন। যদিও তার জন্য কোনও আক্ষেপ নেই তাঁর। বরং একাটাই কথা বলেন বারংবার ফুটবল আর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আমার প্রাণ ভোমরা। বেঁচে থাকার রসদ।

যদিও প্রতিবেশি এবং বন্ধুদের থেকেই শোনা যায় নুর সেভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত নন। তাও শুধুমাত্র ফুটবল ধর্ম পালনে নিজের ঘরের পয়সা খরচ করে প্রিয় দলের জন্য আল্লার দরবার থেকে ময়দানে ঘুরে বেড়ান। ফুটবলপ্রেমী তাঁর প্রথম প্রেম হলেও ক্রিকেটকেও ভালোবাসেন শেখ নুর। ক্রিকেটে তাঁর প্রধান প্রেরণা শচীন তেন্ডুলকর। নিজের অদম্য আগ্রহকে সামনে রেখে কলকাতা সফরকালে এক ফাঁকে গিয়ে শচীনের সঙ্গে গ্র্যান্ড হোটেলে

সাক্ষাতও করে এসেছেন তিনি। যা তাঁর মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ঘরের ছেলে সৌরভের বাড়িতেও ছুটে গিয়েছেন নুর।

ক্রিকেট তারকার, টেনিস তারকা হোক কিংবা চিত্রতারকা অনেকের সঙ্গেই নিবিড় হয়েছেন শেখ নুর মহম্মদ। দিনের শেষে কিন্তু সাদা–কালোর অপার মহিমায় গা ভাসিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর মুখেই শোনা গেল মহমেডান যাতে প্রথম ডিভিশনে উত্তীর্ণ হয়ে ফের দেশের ফুটবল মানচিত্রের মূলস্রোতে ফিরে আসে সেজন্য খুব শীঘ্রই আজমের শরিফ যাচ্ছেন।

শুধু মহমেডান নয়, সকল দেশবাসীর কল্যাণেও তাঁর এই আজমের যাত্রা। একদিকে যখন উগ্র ধর্মান্ধতার জেরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসের কাঠামো ভেঙে পড়ছে তখন নুরের এই ফুটবল মাদকতা জন্ম দিচ্ছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। এই ফুটবল প্রেমীদের সংরক্ষণে এগিয়ে আসা উচিত সমাজ এবং সরকারের। খেলাধুলার জগতে যাতে এরা অবাধ বিচরণ করতে পারে তাঁর জন্য এদের আর্থিক নিরাপত্তা তথা চাকরির ন্যূনতম সুযোগ বোধহয় নয়া দিগন্ত গড়ে দিতে পারে।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে রেখো

স্বামী সত্যানন্দ পুরী, মৃত্যু : ১১ মার্চ, ১৯৪২

ছেলেবেলায় ফরিদপুরের অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। পরে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। বৃহত্তর ভারত সমিতির প্রচারকার্যে তিনি ব্যাংকক গমন করেন এবং দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি 'ডক্টরেট্' ডিগ্রি লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে সশস্ত্র অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন। তৎপূর্বে তিনি দেবনাথ দাস প্রমুখের সহযোগিতায় এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন করেন। তিনি রাসবিহারী বসু ও নেতাজির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। টোকিও যাত্রাপথে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন।

বিপ্লবী নায়ক হরিকুমার চক্রবর্তী, মৃত্যু : ১২ মার্চ, ১৯৬৩

যতীন মুখার্জি প্রমুখ বিপ্লবীদের সহকর্মীরূপে তিনি সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনার অন্যতম নায়ক ছিলেন। 'স্বদেশী ডাকাতি' ও বিভিন্ন প্রকারের বৈপ্লবিক কার্যের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। হ্যারি অ্যান্ড সন্স নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে অসহযোগ এবং আইনঅমান্য আন্দোলনেও তিনি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে 'র‍্যাডিক্যাল পার্টি' গঠন করেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী হরিকুমার 'জনতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

অখিলচন্দ্র নন্দী, জন্ম : ৭ মার্চ, ১৯০৮

অতি শৈশবে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের সান্নিধ্যে আসেন। পরবর্তীকালে অখিলবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা কুমিল্লায় এক সুসংহত বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। কুমিল্লার দলে মেয়েদের আনা ও বিপ্লবাত্মক কাজে তাদের তৈরি করার কৃতিত্ব অনেকাংশে অখিলবাবুর। একসময় পুলিশের গুপ্তচরদের মধ্যে নিজের পরিচয় গোপন করে কীভাবে মিশে গিয়েছিলেন তার বিবরণী আছে তাঁরই প্রণীত 'বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে। পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। প্রাক্তন বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠান 'সতীর্থ সংহতি'–র সম্পাদক ছিলেন।

অলোক সরদার, তৃতীয় শ্রেণি, জ্যোতিষ্কলোক স্কুল, বিদ্যাধরী কলোনী, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।